শিক্ষা সফর

স্মারক-২০২৬

৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

দর্শনীয় স্থান সমূহ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা
মিনি বাংলাদেশ, কর্ণফুলী টানেল ও কক্সবাজার

مدرسة دار السنة الإسلامية للكامل بھوئیگھر

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ্ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা

ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১২-২৬৩৬৬৭, ০১৩০৯-১১২৪৭২, ০১৭৯০-৭০৮৬৫৬
E-mail : bdsmadrasah@gmail.com • web : www.bdsm.edu.bd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শিক্ষাসফর ২০২৬

০৬, ০৭, ও ০৮ ফেব্রুয়ারী-২০২৬ খ্রি.

দর্শনীয় স্থানঃ চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জামেয়ায়ে আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, হযরত আমানত শাহ রহ. এর মাজার, মিনি বাংলাদেশ, কর্ণফুলি টানেল। কক্সবাজার, হিমছড়ি, ইনানী সী বিচ, ফিশ একুরিয়াম।

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা

ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।

০১৭১২২৬৩৬৬৭, ০১৭৯০৭০৮৬৫৬, ০১৩০৯১১২৪৭২

ই-মেইলঃ bdsmadrasah@gmail.com

Web: Web: www.bdsm.edu.bd

সম্পাদনা পরিষদ

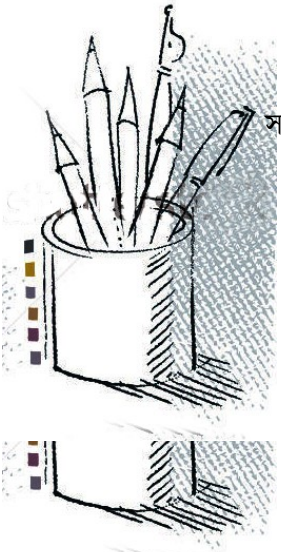

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

এডভোকেট মো. মাইন উদ্দিন মিয়া

সভাপতি, **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা**

পৃষ্ঠপোষক

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

অধ্যক্ষ, **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা**

উপদেষ্টামণ্ডলী

জনাব মুহা. অজিউল হক
জনাব আব্দুর রশিদ
জনাব মুফতি জাহাঙ্গীর আলম
জনাব হারুনুর রশিদ
জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম
জনাব সাইফুল ইসলাম হাওলাদার

সম্পাদক

সাইদুল ইসলাম

সহযোগিতায়

ওয়ালি উল্লাহ মারুফ
নাহিদ হাসান
আবু জাফর, শামসুল আলম

শিক্ষাসফর স্মারক ২০২৬

প্রকাশক

দারুচ্ছুন্নাহ প্রকাশনী

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী-২০২৬ খ্রি.

প্রচ্ছদ

রুহি প্রিন্টার্স

বর্ণ-বিন্যাস

মাদরাসা কম্পিউটার

যেভাবে সাজিয়েছি

বিগত বছরসমূহের শিক্ষাসফর ..... : ০৪
সফরে বের হওয়ার দু'আ : ..... : ০৫
ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি ..... : ১০
শিক্ষাসফর ২০২৬, যখন যা হবে ..... : ১১
এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি ..... : ১২
শিক্ষকবৃন্দের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ..... : ১৪
শিক্ষা সফরের প্রস্তুতি ও করণীয় ..... : ১৭
তোহফায়ে শবে বরাত ..... : ১৮
ইসলামীা দাওয়াতের স্বরূপ: প্রেক্ষিত চট্রগস্থাম : ২৮
চলো ঘুরে আসি সেই স্বপ্ন রাজ্যে ..... : ৩৩
দুই তীর এক অগ্রযাত্রা— কর্ণফুলী টানেল..... : ৩৬
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ..... : ৩৮
ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা সফরের গুরুত্ব ..... : ৪০
ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থী ..... : ৪২
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা..... : ৪৩
Study tour to Cox's Bazar..... : 46
A Reflection on My Teaching Journey : 50
স্বাধীনতা কমপ্লেক্স (মিনি বাংলাদেশ) ..... : ৫৩
বাংলাদেশের শিক্ষাসফর: ভ্রমণ, না কি? ... : ৫৫
ইলম ও পর্দার আলোকচ্ছটায় বইমেলায় শিক্ষাসফর ২৫ : ৫৭
শিক্ষাসফর ও বনভোজনের পার্থক্য ..... : ৫৯
বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি জেলা ও দর্শনীয় স্থান সমূহ : ৬১
সমুদ্র মহান আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি : ৬৩
ইসলামে শিক্ষাসফর ..... : ৬৪
পিঠা উৎসব ২০২৬ খ্রি. ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ..... : ৬৬
আল-বেরুনী বিজ্ঞান মেলা ২০২৫ ..... : ৬৯
মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সাফল্য ..... : ৭২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়—জ্ঞানচর্চার এক অগ্রসর অভিযাত্রা : ৭৫
English Reading for Pleasure Contest 2025 : 78
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ..... : ৮০
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২৬ শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হওয়ার অনুভূতি : ৮২
শিক্ষাসফরে আমরা যারা মুসাফির ..... : ৮৩
বাসের আসন বিন্যাস ..... : ৮৬
বাসের সীট নির্দেশনা ..... : ৮৮

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার বিগত বছরসমূহের শিক্ষাসফর

২৭, ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

দর্শনীয় স্থান : কক্সবাজার ও বান্দরবান, নীলগিরি, নীলাচল, মহেশখালি দ্বীপ, ইনানী সী বিচ, মেঘলা ও হিমছড়ি।

১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

দর্শনীয় স্থান : টেকনাফ, সেন্টমার্টিন, ছেড়াদ্বীপ, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, রামুর বৌদ্ধ বিহার ও রাবার বাগান।

২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ ২০১৮

দর্শনীয় স্থান : রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, সাজেক ভেলী, কক্সবাজার।

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

দর্শনীয় স্থান : কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন, ছেড়াদ্বীপ

মার্চ ২০২০

দর্শনীয় স্থানসমূহ : হযরত শাহ জালাল, শাহ পরান, শেখ বোরহান উদ্দীন র. গণের মাজার যিয়ারত, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এম.সি কলেজ, চা বাগান, বিমান বন্দর, শাহী ঈদগাহ, সাদা পাথর, জাফলং, মনিপুর রাজবাড়ি, গৌড় গোবিন্দের বাড়ি, মাধবকুণ্ড জল প্রপাত ও শ্রীমঙ্গল চা বাগান।

১৩, ১৪, ১৫, ১৬ মার্চ ২০২১

দর্শনীয় স্থানসমূহ : রাঙ্গামাটি, সুভলং ঝর্ণা, রাজবাড়ি, সুভলং আর্মি ক্যাম্প, পাহাড়ি গ্রাম, মেজাং, চাং পাং, পেদা টিং টিং, টুকটুক ইকোভিলেজ, কাপ্তাই লেক, রাজবন বিহার, ঝুলন্ত ব্রিজ, পলওয়েল পার্ক, কক্সবাজার।

ফেব্রুয়ারী ২০২২

দর্শনীয় স্থানসমূহ : কক্সবাজার, হিমছড়ি, ইনানী সী বিচ, মহেষখালী, সোনাদিয়া দ্বীপ।

০৩, ০৪, ও ০৫ ফেব্রুয়ারী-২০২৩

দর্শনীয় স্থানঃ কক্সবাজার, হিমছড়ি, ইনানী সী বিচ, হযরত আমানত শাহ রহ. এর মাজার, মিনি বাংলাদেশ, চট্রগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সীতাকুন্ড, ফেনী জেলার দক্ষিণ ফরহাদ নগর গ্রাম।

ফেব্রুয়ারী-২০২৪

দর্শনীয় স্থানঃ কুমিল্লা কোটবাড়ি, লালমাই পাহাড়, কুমিল্লা বার্ড, মেজিক প্যারাডাইস।

ফেব্রুয়ারী-২০২৫

দর্শনীয় স্থানঃ সুন্দর বন, ষাট গম্বুজ মসজিদ, সুর্বর্ণ গ্রাম, বাইতুল মোকাররম বই মেলা।

০৬, ০৭, ও ০৮ ফেব্রুয়ারী-২০২৬ খ্রি.

দর্শনীয় স্থানঃ চট্রগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জামেয়ায়ে আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, হযরত আমানত শাহ রহ. এর মাজার, মিনি বাংলাদেশ, কর্ণফুলি টানেল। কক্সবাজার, হিমছড়ি, ইনানী সী বিচ, ফিশ একুরিয়াম।

সফরে বের হওয়ার দু'আ

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে নবীজী সা. সফরের বাহনে আরোহন করে প্রথমে তিন বার ﷺ বলতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন–

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা তাকে বশীভুতকারী ছিলাম না। আর আমরা আমাদের রবের নিকটেই প্রত্যাবর্তন করব।

হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকট নেক কাজ ও খোদাভীতির (তাওফীক) চাই। আর আমল থেকে চাই যা আপনার পছন্দনীয়। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দিন। এর দূরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ আপনিই তো সফরের সাথী। পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সফরের কষ্ট থেকে, মন্দ প্রত্যাবর্তন হতে এবং সমাজ ও পরিবারের খারাপ দৃশ্য (দেখা) হতে আশ্রয় চাই।আমিন!

সভাপতির বাণী

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় **শিক্ষাসফর-২০২৬** বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে এবং এ উপলক্ষে স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এ মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আমি আশাবাদি এ শিক্ষাসফর দ্বারা শিক্ষার্থীরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনেক বিষয়ে জানতে ও বুঝতে পারবে। কারণ এবারের শিক্ষাসফর হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশদ্বার বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত চট্রগ্রাম ও বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার অঞ্চলে। হাজার বছরের পুরাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক এবং বারো আওলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামে। যেখানে এসেছিলেন ইসলামের স্বর্ণ যুগের আরব মুবাল্লিগ, দ্বীনের দায়ী ও সৎ নিষ্ঠাবান এক দল বণিক। এ সকল আদর্শবান মুবাল্লিগ ও বণিকদের স্মৃতি বিজাড়িত স্থানগুলো দর্শন লাভে আমাদের শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ধন্য হবে বলে আমি আশাবাদি।

আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণিং বডির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক মন্ডলীকে যারা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও তত্বাবধানের জন্য সময় ও শ্রম দিয়ে সফরের আয়োজন করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা যেন, আপনাদের শিক্ষাসফরকে কোমল ও মসৃণ করে দেন এবং সুস্থ্যতা নিয়ে সফর সম্পূর্ণ করে ফিরে আসতে পারেন। আর পূণ্যভূমি চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানেগুলোতে প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করতে ভুলবেন না।

ইয়া রাহমানুর রাহীম আপনি আমাদের প্রার্থণা কবুল করুণ। আমিন!

এডভোকেট মো. মাইন উদ্দিন মিয়া
সভাপতি
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ

অধ্যক্ষের কথা

মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির বিশাল আয়োজন স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে স্রষ্টার সম্পর্কে ধারণায় বিশালতা বৃদ্ধি পাওয়া, নিজের মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূর হওয়া এবং উদারচিত্ত গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে ভ্রমণ তথা শিক্ষাসফর। এ সফরের মাধ্যমে অর্জিত হয় প্রত্যক্ষ শিক্ষা, বৃদ্ধি পায় হৃদয়ের চোখ, দৈনন্দিন কাজে বয়ে আনে বৈচিত্র, সচেতনতার কোষগুলো পূর্ণ হয়ে উঠে জ্যামেতিক হারে। মূলত সফর সত্যিকারার্থেই আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের এক লোভনীয় পদ্ধতি। এ জন্য ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা লেখাপড়ার নিয়মিত কর্মসূচীর পাশাপাশি বার্ষিক কার্যক্রমের আরেকটি অবেচ্ছিদ্য অংশ হিসেবে আয়োজন করে থাকে শিক্ষাসফরের। এ বছর এর ব্যতিক্রম হয়নি। ছাত্র-শিক্ষকের একটি কাফেলা সফরে যাচ্ছে বন্দর নগরী চট্রগ্রাম ও পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুগ্র সৈকত কক্সবাজার। সফর উপলক্ষে শিক্ষাসফর কমিটি একটি স্মারক প্রকাশ করতেছে জেনে সত্যি ভাল লাগছে। এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা সফরের আয়োজনে পরিশ্রম করছেন এবং স্মারক প্রকাশে ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি।

আল্লাহর মঞ্জুরী থাকলে এ জেলা দু'টির যে সকল দর্শনীয় স্থানে আমরা সফর করব তা হচ্ছে- চট্রগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জামেয়ায়ে আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, হযরত আমানত শাহ রহ. এর মাজার, মিনি বাংলাদেশ, কর্ণফুলি টানেল। কক্সবাজার, হিমছড়ি, ইনানী সী বিচ, ফিশ একুরিয়াম।

দু'আ করি, দু'আ চাই আল্লাহ যেন আমাদের এ সফরকে নিরাপদ, উপভোগ্য, শিক্ষণীয় ও সাফল্যমণ্ডিত করেন। আমীন!

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা

সম্পাদকীয়

نحمده و نصلى على رسوله الكريم أما بعد.

লাখো-কোটি শুকরিয়া সেই মহান প্রভুর যিনি দু-এক কলম লেখার এবং সেবা করার তাওফিক দান করেছেন।

ইসলাম মানুষের চিন্তা ও চরিত্র গঠনে কেবল গ্রন্থগত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে বলেনি; বরং আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে শিক্ষা গ্রহণ, উপলব্ধি ও চিন্তাশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। সূরা আনকাবুত ২৯:২০

এই কুরআনিক নির্দেশনার আলোকে **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা**–এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ৬ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে এক স্মরণীয় শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি রাতের নীরবতা ভেঙে আমাদের যাত্রা শুরু—হৃদয়ে উত্তেজনা, চোখে স্বপ্ন আর মনে অজানা আনন্দের আলো। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভোরের পবিত্র মুহূর্তে চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজরের নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে শুরু হবে আমাদের শিক্ষাসফর। ইবাদতের স্নিগ্ধতা যেন পুরো সফরের প্রতিটি মুহূর্তকে বরকতময় করে তোলে।

এরপর জ্ঞান ও ঐতিহ্যের আরেক প্রাঙ্গণ—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে উচ্চশিক্ষার নতুন স্বপ্নের বীজ রোপিত হবে। সফরের এক গর্বিত অধ্যায় উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী মারকাজ **জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নীয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম** পরিদর্শন—যেখানে ইতিহাস, ইলম ও ত্যাগের গৌরবময় ধারা আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করবে ইনশাআল্লাহ।

এরপর 'মিনি বাংলাদেশ'-এর নান্দনিক রূপ, আধুনিক প্রকৌশলের বিস্ময় **কর্ণফুলি টানেল** এবং চট্টগ্রাম পতেঙ্গা বন্দরের কর্মচঞ্চল দৃশ্য দেখে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও অগ্রগতির এক জীবন্ত চিত্র প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস। এভাবেই প্রথম দিনের সফর শেষ করে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা—রাতের কক্সবাজারে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে আনন্দের দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাতের সীবিচের গর্জন, ঢেউয়ের ছন্দ আর সীমাহীন সমুদ্র আমাদের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে নিশ্চয়ই। ভোরের সূর্যোদয়ে নতুন দিনের আলো যেমন চোখে পড়ে, তেমনি

মনে জাগাবে নতুন প্রত্যয়। নাজিরারটেক শুটকিপল্লীর জীবনধারা, বার্মিজ মার্কেটের বৈচিত্র্য, ইনানী বিচের নির্জন সৌন্দর্য ও হিমছড়ির প্রাকৃতিক মাধুর্য—সব মিলিয়ে সফর হয়ে ওঠবে অনুভূতির এক অপূর্ব ভাণ্ডার। খেলাধূলা ও নানা আনন্দঘন আয়োজনে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের মাঝে গড়ে ওঠবে আরও দৃঢ় বন্ধন।

সবশেষে, ৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার পর বিদায়ের মুহূর্তে—ভারাক্রান্ত হৃদয়, চোখভরা স্মৃতি আর অগণিত না বলা অনুভূতি নিয়ে আমরা নিজ গন্তব্য **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার** উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। এর মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটবে ২০২৬ সালের শিক্ষাসফরের—কিন্তু শেষ হবেনা এর শিক্ষা ও স্মৃতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলেছে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। সহিহ মুসলিম

এই সফর শুধু ভ্রমণ নয়; শিক্ষা, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আত্মিক বিকাশের এক জীবন্ত পাঠ। ইনশাআল্লাহ, এই অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবনপথে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

এই সফর শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, মনন ও ভ্রাতৃত্ববোধে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে এবং তাদেরকে দ্বীন, দেশ ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে গড়ে তোলার পথে অনুপ্রাণিত করবে—ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রয়াস শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং যারা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য প্রেরণার উৎস হবে। যদি কোনো ভুলত্রুটি থেকে থাকে, তা সুন্দর দৃষ্টিতে ক্ষমা করবেন—আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং ভবিষ্যতেও এমন শিক্ষামূলক ও কল্যাণকর কার্যক্রম পরিচালনার তাওফিক দান করুন—আমিন।

শুভেচ্ছাসহ

সাইদুল ইসলাম, সহকারী মৌলবী (আরবি)

সম্পাদক, শিক্ষাসফর স্মারক-২০২৬

ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

০১. আযান, নামাজ, জিকির, দু'আ

: জনাব মাওলানা আব্দুর রশিদ
: জনাব মাওলানা ওয়ালি উল্লাহ মারুফ
: জনাব মাওলানা হাফিজুর রহমান
: হাফেজ মাওলানা গোলাম কিবরিয়া

০২. চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা :

: জনাব হারুনুর রশীদ
: জনাব সাইদুল ইসলাম
: জনাব আরিফুর রহমান

০৩. সাউন্ড, ফটো ও ভিডিও ব্যবস্থাপনা :

: জনাব হারুনুর রশীদ
: জনাব নাহিদ হাসান
: জনাব মো. রুবেল
: ইসমাইল হোসেন
: তামিম মাহমুদ

০৪. আপ্যায়ন ব্যবস্থাপনা :

: জনাব অজিউল হক
: জনাব সাইদুল ইসলাম
: জনাব হাফিজুর রহমান
: জনাব আনোয়ার হোসেন
: জনাব আবু জাফর

০৫. উপস্থাপনা ও ধারা বর্ণনা :

: জনাব হারুনুর রশিদ
: জনাব কামরুল হাসান

০৬. হোটেল ও সিট ব্যবস্থাপনা

: জনাব অজিউল হক
: জনাব সাইদুল ইসলাম
: জনাব আনোয়ার হোসেন
: জনাব আবু জাফর

০৭. শৃঙ্খলা বিধান ব্যবস্থাপনা

: জনাব অজিউল হক
: জনাব সাইদুল ইসলাম
: জনাব মাওলানা ওয়ালি উল্লাহ মারুফ
: জনাব নাহিদ হাসান

শিক্ষাসফর ২০২৬, যখন যা হবে

০৬ ফেব্রুয়ারী : শুক্রবার (১ম দিন)

মাদরাসায় উপস্থিতি	: রাত ১০.৩০
গাড়ীতে আসন গ্রহণ	: রাত ১১.৩০
উপস্থাপনা	: মো. হারুনুর রশিদ
কুরআন তিলাওয়াত	: মুহিউদ্দিন, দাখিল পরীক্ষার্থী
নাতে রাসূল সা.	: ওয়ালি উল্লাহ মারুফ
মাদরাসা সঙ্গীত	: আস্‌সুন্নাহ সাংস্কৃতিক দল (আসাদ)
উদ্বোধনী ভাষণ	: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
মিলাদ	: হা. গোলাম কিবরিয়া
মুনাজাত	: মুহা. অজিউল হক কাজী
চট্রগ্রাম রওয়ানা	: রাত ১২.০০ (সাংস্কৃতিক রজনী)
যাত্রা বিরতি ও নাস্তা : রাত	: ২.০০ - ২.৩০

০৭ ফেব্রুয়ারী : শনিবার (১ম দিন)

ফজরের নামাজ ও IIUC উপস্থিতি	: ভোর ৫.৩০
ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস পরিদশন	: ৬.৩০-৭.৩০
সকালের নাস্তা	: সকাল ৭.৩০-৮.১৫
চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন	: ৮.১৫-১০.৩০
জামেয়ায়ে আহমাদিয়া কামিল মাদরাসা পরিদর্শন ও জোহরের নামাজ	: ১০.৩০-১.৩০
দুপুরের খাবার	: ১.৩০-২.১৫
আমানত শাহ রহ. এর মাজার জিয়ারত	: ২.৩০
মিনি বাংলাদেশ পরিদর্শন	: ৩.০০
কর্ণফুলি টানেল পরিদর্শন	: ৫.০০
কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে গমন ও উপস্থিতি	: ৭.০০-১১.০০
রাতের খাবার	: রাত ১১.৩০
হোটেলে অবস্থান ও ঘুম	: ১২.০০

০৮ ফেব্রুয়ারী : রবিবার (২য় দিন)

কিয়ামুল লাইল	: ভোর রাত ৪.৪৫
ফজরের নামাজ	: ভোর ৬.১০
সকালের নাস্তা	: সকাল ৭.০০
বিচে উপস্থিতি	: ৮.০০
নামায ও দুপুরের খাবার	: ২.০০ - ৩.০০
ফিশ একুরিয়াম, তাহেরিয়া মাদরাসা	: ৩.০০-মাগরিব পর্যন্ত।
এশার নামাজ ও রাতের খাবার	: ৮.০০
মাদরাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা	: রাত ১০.০০।

বি.দ্র. সফরে দু'আ কবুল হয়; তাই প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে দু'আর ব্যবস্থা থাকবে।

এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি

নাম ঠিকানা	ঃ ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা ভূইঘর, নারায়ণঞ্জসদর, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭১২২৬৩৬৬৭ ০১৩০৯১১২৪৭২, ০১৭৯০৭০৮৬৫৬
E-mail	: bdsmadrasah@gmail.com
Web	: www.bbdsm.edu.bd
অবস্থান	ঃ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংকরোডে ভূইঘর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসাটির অবস্থান।
প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ ০১.০১.১৯৮৩ খ্রি.
ইবতেদায়ী	ঃ ০১.০১.১৯৮৩
দাখিল	ঃ ০১.০১.১৯৮৩ (সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
আলিম	ঃ ০১.০১.১৯৯৬ (সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
হিফজুল কুরআন	ঃ ০১.০১.২০১৫
ফাযিল	ঃ ১৩.১১.২০১৬
মাদ্রাসা জামে মসজিদ	ঃ ০১.০১.১৭
জুমা শুরু	ঃ ০৬.০১.২৩
কামিল	ঃ ১৮.১০.২৩
শিক্ষাস্তর/ বিভাগ	ঃ ইবতেদায়ী
দাখিল	ঃ সাধারণ ও বিজ্ঞান
আলিম	ঃ সাধারণ ও বিজ্ঞান
ফাযিল	ঃ পাস
কামিল	ঃ হাদিস
মহিলা শাখা	ঃ ৬ষ্ঠ-আলিম
শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ৪৫ জন।
শিক্ষার্থী সংখ্যা	ঃ ১৩৪৩জন (৩১/০১/২০২৬)
মাদরাসার বিশেষত্ব	ঃ সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ, দলীয় রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ। ইসলামি শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়। ইনকোর্স, মডেল টেষ্ট, ক্লাসটেষ্ট, মৌখিক ও আমলি পরীক্ষা। মহিলা শাখা মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। ইসলামি সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা। তাজভিদসহ কুরআন প্রশিক্ষণ
ভবন	ঃ চারতলা ভবন ১টি, তিন তলা ভবন ১টি, দ্বিতলা ভবন ১টি ও টিনশেডট ভবন ২ টি।
বর্তমান অধ্যক্ষ	ঃ মাওলানা মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ এম.এম. (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম.এ (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম.ফিল
বর্তমান সভাপতি	ঃ এডভোকেট মো. মাইন উদ্দিন মিয়া

গভর্নিং বডির সদস্যদের তালিকা

ক্রম	সদস্যদের নাম	পদবী	মন্তব্য
০১	জনাব এডভোকেট মাইন উদ্দিন মিয়া	সভাপতি	
০২	জনাব মো. শাহিন খন্দকার	সহ-সভাপতি	
০৩	জনাব মো. শহীদুল্লাহ কাজী	প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি	
০৪	জনাব মীর মো. মনির	অভিভাবক প্রতিনিধি	
০৫	জনাব নবী হোসেন কাজী	অভিভাবক প্রতিনিধি	
০৬	জনাব কাজী নাজমুল	অভিভাবক প্রতিনিধি	
০৭	জনাব মোহাম্মদ কবির হোসেন	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	
০৮	জনাব মুফতি আনোয়ার হোসেন ভূইয়া	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	
০৯	জনব এড. হেলাল উদ্দিন	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	
১০	জনাব মো. আব্দুর রশিদ	শিক্ষক প্রতিনিধি	
১১	জনাব রেজাউল হক মন্ডল	শিক্ষক প্রতিনিধি	
১২	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	শিক্ষক প্রতিনিধি	
১৩	জনাব ডা. নাজমুল হাসান আকাশ	চিকিৎসক	
১৪	মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ	অধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব	

তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। আল হাদীস

শিক্ষকবৃন্দের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ	অধ্যক্ষ	এম.এম. (১ম শ্রেণি) এম.এ. (১ম শ্রেণি) এম.ফিল (ইবি)
০২	মো. অজিউল হক	উপাধ্যক্ষ (অতি.দায়িত্ব)	কামিল (১ম শ্রেণি), এম.এ. (১ম শ্রেণি)
০৩	মো. আব্দুর রশীদ	সহ. অধ্যাপক (আরবি)	কামিল (প্রথম শ্রেণি)
০৪	মো. হাবুনুর রশীদ	সহ. অধ্যাপক (আরবি)	এম.এম, এম.এ (প্রথম শ্রেণি)
০৫	মোহাম্মদ শরফুদ্দিন	প্রভাষক (আরবি)	বি.এ.(অনাস),এম.এ, এম.এম (১ম শ্রেণি)
০৬	নাজমা আক্তার	সহ.অধ্যাপক (বাংলা)	বি.এ.অনার্স (বাংলা) এম.এ
০৭	ফাতেমা খানম	প্রভাষক(ইংরেজী)	বি.এ.অনার্স (ইংরেজি) এম.এ
০৮	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	সহ.অধ্যাপক (রসায়ন)	বি.এস.সি.অনার্স(রসায়ণ) এম.এস.সি
০৯	রেজাউল হক মণ্ডল	প্রভাষক (গণিত)	বি.এস.সি(অনার্স) এম.এস.সি
১০	মেহেদি হাসান সরকার	প্রভাষক (পদার্থ)	বি.এস.সি.অনার্স. (পদার্থ) এম.এস.সি
১১	বিলকিস বেগম	প্রভাষক (জীব)	বি.এস.সি.অনার্স(জীববিজ্ঞান) এম.এস.সি
১২	নাজমা সুলতানা	প্রভাষক (আইসিটি)	বি.এস.সি. অনার্স (কম্পি.সাইন্স)এম.এস.সি
১৩	মো. ওয়ালীউল্লাহ মারুফ	প্রভাষক (আরবি)	বি.এ অনার্স, এম. এ (আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ)
১৪	মো: সাইফুল ইসলাম	সহকারি মৌলভী	বি.এ, কামিল ফিকহ (১ম শ্রণি)
১৫	মো. বোরহান উদ্দিন	সহকারি মৌলভী	কামিল. এম.এ
১৬	আ.হ.ম. নুরুল্লাহ	সহকারি মৌলভী	কামিল
১৭	সাইদুল ইসলাম	সহকারি মৌলভী	এম.এ, কামিল
১৮	আ. মন্নান খান	সহকারি শি. (সা.বিজ্ঞান)	বি.এ,বি.এড
১৯	সাখাওয়াত হোসেন খাঁন	সহকারি শি. (কৃষি)	বি.এস.সি,বি.এড,গ্র.ও তথ্য বি. স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, এম.এড. ঢা.বি.
২০	মোহাম্মাদ ফেরদাউস	সহকারি শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান)	গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, কামিল বি.এ. অনার্স (ইস.স্টাডিজ)
২১	মোহাম্মদ কামরুল হাসান	সহ.শিক্ষক (বাংলা)	বি.এ অনার্স, এম এ (বাংলা)
২২	নাহিদ হাসান	সহ. শিক্ষক (ইংরেজি)	বি.এ অনার্স, এম এ (ইংরেজি)
২৩	মোঃ হাফিজুর রহমান	ইবতেদায়ি প্রধান	কামিল
২৪	মো. আ. আলী	ইবি মৌলভী	ফাযিল
২৫	মো. জাহাঙ্গীর আলম	ক্বারী মুজাব্বিদ	কামিল (ডবল), বি.এ.
২৬	মোঃ আরিফুর রহমান	ইবি মৌলভী	বি.এ. আনার্স (ইংরেজি) এম.এম. এম.এ
২৭	আফসানা আক্তার	ইবি শিক্ষক	এম.বি.এ (হিসাব বিজ্ঞান)
২৮	মো. নোমান	শিক্ষক সহকারি (আরবি)	ফাজিল

মহিলা শাখা

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
২৯	রেনু আক্তার	স.শি. (বিজ্ঞান) ইনচার্জ	বি.এস.সি, বি.এড,
৩০	জাকিয়া আক্তার	সহ.শি. (গণিত)	বি.এস.সি, এম.এ (ইংরেজি)
৩১	মালিকা জাহান	সহ শি. (কম্পি.)	বি.এ. (অনার্স)এম.এ
৩২	সেলিনা আক্তার	সহ. শি. শারিরীক শিক্ষা	বি.এস.এস, বি.পি.এড
৩৩	দোলন চাঁপা	সহ. শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)	বি.এস.সি.অনার্স. (পদার্থ) এম.এস.সি
৩৪	রাশিদা নাঈমা	সহ. শি. (আরবি)	ফাযিল, দাওরায়ে হাদীস
৩৫	মানসুরা আক্তার	সহ.শিক্ষক (আরবি)	দাওরায়ে হাদিস

কর্মচারীদের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
৩৬	মো.আনোয়ার হোসেন	অফিস সহকারী	এইচ.এস.সি
৩৭	আবু জাফর	কম্পিউটার অপারেটর	বিএসএস (অনার্স) এমএসএস
৩৮	হা. মো. শামসুল আলম	সহ. শি. (ইংরেজি)	বি.এ. আনার্স (ইংরেজি) এম.এম. এম.এ
৩৯	মো. রুবেল	ল্যাব আপারেটর (কম্পি)	বিএসএস
৪০	হা. গোলাম কিবরিয়া	ল্যাব আপারেটর (বিজ্ঞান)	হাফেজ, কামিল
৪১	মো. আ. কাদির	এম.এল.এস.এস	দাখিল
৪২	মো.শাহজাহান সরদার	নাইট গার্ড	অষ্টম
৪৩	মো. ইসমাইল	নিরাপত্তা কর্মী	ফাযিল
৪৪	খাদিজা আক্তার	আয়া	আলিম, নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
৪৫	মো. নুরুদ্দীন	বাবুর্চি	অষ্টম
৪৬	আবুল কালাম ভূইয়া	সিকিউরিটি গার্ড	অষ্টম
৪৭	শাহানারা	আয়া	অষ্টম

মসজিদ/আবাসিক/বোর্ডিং

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
	মোহাম্মাদ ফেরদাউস	ইমাম	কামিল,বি.এ.অনার্স (ইস.স্টাডিজ)
	আবু জাফর	বোর্ডিং সুপার	বিএসএস (অনার্স) এমএসএস
	ওয়ালি উল্লাহ মারুফ	আবাসিক শিক্ষক	
	হা. গোলাম কিবরিয়া	আবাসিক শিক্ষক	
	ইসমাইল হোসেন	মুআজ্জিন	

নহে আশরাফ, আছে যার শুধু বংশ পরিচয়,
আশরাফ সেই যার জীবন পূণ্য কর্মময়।

শিক্ষা সফরের প্রস্তুতি ও করণীয়

আবু সালেহ মোস্তফা

প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যারা সফরকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম মনে করে। যারা শিক্ষাসফরের মাধ্যমে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য্যের মাঝে হারিয়ে আনন্দের আতিশায্যে আত্মহারা হতে চায়, তাদের আনন্দঘন মূহুর্তগুলো যাতে বিষাদময় না হয়ে উঠে তাই শিক্ষাসফরের প্রস্তুতি ও করনীয় সম্পর্কে জেনে তা মেনে চলা আবশ্যক।

শিক্ষাসফরের প্রস্তুতি হিসেবে আমাদের যা যা থাকা আবশ্যক। তা নিম্নরূপ :

* একটি ট্রাভেল ব্যাগ।
* পায়জামা, জামা, গেঞ্জি, লুঙ্গি নূন্যতম ২টি করে।
* গামছা, টুপি, জায়নামাজ, চাদর ও হালকা শীতের পোশাক ১টি করে।
* সাবান, বডি লোসন, ব্রাশ, পেষ্ট/দাঁত মাজার পাউডার ও টিস্যু পেপার।
* এক জোড়া সু-জুতা, এক জোড়া স্যান্ডেল,দুই জোড়া মোজা।
* মোবাইল, চার্জার, ডায়েরী, কলম,হাতঘড়ি,ডিজিটাল ক্যামেরা ও আইডি কার্ড।
* প্রয়োজনীয় কিছু নগদ টাকা,পানির বোতল, সামান্য কিছু প্যারাসিটামিল, স্যাভলোন, গজ, খাবার স্যালাইন,ফ্লাজিল,ইমোটিল ও সিপ্রোসিন ইত্যাদি।
* পলিথিন ব্যাগ (যদি বমির অভ্যাস থাকে)
* নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট পূর্বে গাড়ীতে উপস্থিত হওয়া।
* শিক্ষাসফর স্মারক সংগ্রহ করে আসন নিশ্চিত করণ ও নির্দেশনা অনুসরণ।

শিক্ষাসফরে আমাদের করণীয় ও বর্জণীয় ঃবাংলায় কিছু প্রবাদ আছে যেমন : বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয় অথবা ব্যবহারে বংশের পরিচয়। অর্থ্যাৎ মানুষের আচার-আচরণের মধ্যে ফুটে উঠে তার আসল পরিচয়। সুতরাং আমাদের কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, বাচনভঙ্গি,চাল-চলন,আচার-ব্যবহার হবে সৌজন্যতাবোধে পরিপূর্ণ ও সহনশীলতার মন্ত্রে উজ্জীবিত। নম্র,ভদ্র ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষের নিকট প্রিয় হওয়া যায়। তাই যে বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত তা হলো- দলনেতার নির্দেশ মেনে চলা।

শিক্ষক,অভিভাবক ও ছাত্র ভাইদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

সহযাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খুবই খেয়াল রাখা।

আনন্দ করা নামে কাউকে দুঃখ না দেওয়া।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

তোহফায়ে শবেবরাত

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

শা'বান মাসের পনের তারিখ তথা শবেবরাত আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটি মহান দান; বান্দার উচিত এর যথার্থ মূল্যায়ন করা। আল্ মু'জামুল আওছাত নামক কিতাবে রয়েছে :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا .المُعْجَمُ الاَوْسَط

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন : নিশ্চয়ই বছরের বিভিন্ন সময় তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে রয়েছে অনেক নেয়ামত। তোমরা তা গ্রহণ কর। হতে পারে তোমাদের কেউ সে নেয়ামত প্রাপ্ত হবে, অতপর আর কখনো দুর্ভাগা হবে না। আল-মু'জামুল আওছাত

শবেবরাত আল্লাহ তায়ালার দেয়া তেমনি একটি নেয়ামত। যে রাতের অনেক ফযিলত রয়েছে। এ রাত, রাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

✪ শাবান (شعبان) শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ:

আরবী বারটি মাসের অষ্টম মাস শাবান। (شعبان) শাবান শব্দের উৎপত্তি شعب হতে।

□ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. (মৃত্যু- ৮৫৫ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "উমদাতুল কারী আলা শারহি সহীহিল বুখারীতে" বলেন- اشتقاق شعبان من الشعب و هو الاجتماع অর্থাৎ শাবান শব্দটি الشعب থেকে নির্গত। যার অর্থ একত্রিত হওয়া।[১]

শা'বান নামকরণের কারণ

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. (মৃত্যু- ৮৫৫ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "উমদাতুল কারী আলা শারহি সহীহিল বুখারীতে" বলেন,

وَاشْتِقَاقُ شَعْبَانَ مِنَ الشَّعْبِ، وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ.سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ كَرَمَضَانَ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَعَّبُونَ فِيهِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ.وَيُجْمَعُ عَلَى: شَعْبَانِينَ وَشَعْبَانَاتٍ.[2] عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِي

[১] উমদাতুল কারী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. খণ্ড ১৭ পৃ.৪৯ (শামেলা)

[২]. উমদাতুল কারী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. খণ্ড ১৭ পৃ.৪৯ (শামেলা)

"শাবান" শব্দটির উৎপত্তি شعب হতে, অর্থ হলো একত্রিত করা। যেহেতু এই মাসটি রমজানুল মোবারকের ন্যায় অসংখ্য নিয়ামত, খাইরিয়াত, বরকত সমূহকে একত্রিত করে এ জন্য এই মাসটিকে شعبان নামকরণ করা হয়|

শাবান মাসের ফযীলত

শাবান মাসের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ[3]

আম্মাজান আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখতে থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম হয়তো তিনি আর রোযা ভাঙবেন না। আবার তিনি মাঝে মাঝে রোযা ভাঙতে থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম তিনি আর (নফল) রোযা রাখবেন না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় গোটা মাস রোযা রাখতে দেখি নি। আর তাকে শাবান মাস অপেক্ষা বেশী রোযাও রাখতে দেখি নি।

◘ কোন কোন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান ও রমজান দু'মাস পুরোটাই রোযা রাখতেন। হাদীস শরীফের এসেছে-

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.سنن النسائ

উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান ও রমজান মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোযা রাখতেন না।[4]

◘ **হযরত উসামা বিন যায়েদ রা. বর্ণনা করেন-**

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَاكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا لَا أَرَاكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مثل مَا تَصُومُ فِيهِ، قَالَ: " أَيُّ شَهْرٍ ؟"، قُلْتُ: شَعْبَانُ، قَالَ: "شَعْبَانُ بَيْنَ رَجَبٍ وَشُهِرِ رَمَضَانَ، يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، يَرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالَ الْعِبَادِ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ[5]

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি তো আপনাকে শাবান মাসের মত অন্য কোন মাসে এত অধিক রোযা রাখতে দেখি না। উত্তরে তিনি

[৩].আস সহীহু লিল বুখারী ঃ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী ১৯৪হিঃ; মুসনাদে আহমাদ

[৪] আন নাসায়ী ঃ সুনানে কুবরা হাদীস নং২৬৬১; ইমাম বায়হাকী ঃ সুনানে কুবরা হাদীস নং৭৭৫৫; জামে আত তিরমীযি ঃ আবু ইসা; হাদীস নং৭৩৬

[৫] আবু বকর বায়হাকী (মৃত৪৫৮হিঃ) শুয়াবুল ঈমান,

বলেন, এ মাসটি (শাবান) রমযান ও রজবের মধ্যবর্তী মাস। অনেক মানুষ এ মাসের ফযীলত সম্পর্কে উদাসীন থাকে অথচ বান্দার আমল সমূহ এ মাসে আল্লাহ তায়ালার সমীপে পেশ করা হয়। আর এ কারণে আমি চাই যে আমার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে এমতাবস্থায় পেশ করা হোক যে অবস্থায় আমি রোযাদার।

◘ অন্য হাদীছে আছে-

عن عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ. سنن النسائ

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে রোযা রাখার ব্যাপারে অধিক পছন্দনীয় মাস হলো শাবান মাস। বরং মাঝে মাঝে তিনি শাবানকে রমজানের সাথে মিলিয়ে ফেলতেন। সুনান নাসায়ী

عن عائشة : أن امرأة ذكرت لها أنها تصوم رجب فقالت إن كنت صائمة شهرا لا محالة فعليك بشعبان فإن فيه الفضل. كنز العمال

হযরত আয়েশা রা. এর নিকট একদা এক মহিলা রজব মাসে নফল রোযা রাখার কথা বললে তিনি বলেন, যদি তুমি রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে রোযা রাখতে চাও তবে শাবান মাসে রোযা রাখ, কেননা উক্ত মাসের ফযীলত রয়েছে[৬]।

◘ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের সম্মানার্থে শাবান মাসের রোযা পালন করতেন। যেমন:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَالَ « شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ ». قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ « صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ ». سنن الترمذي

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো রমযানের পর কোন রোযা সর্বোত্তম? তিনি জবাবে বললেন, রমযানের সম্মানার্থে শাবানের রোযা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো তাহলে কোন দান সর্বোত্তম? তিনি বললেন, রমজান মাসের দান। সুনান তিরমিযী

◘ শবেবরাত শব্দের বিশ্লেষণ :

আরবী বারটি মাসের অষ্টম মাস শাবান। এ শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতকে কুরআন কারীমে লাইলাতুম মুবারাকাহ বা বরকতময় রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।আর হাদীস শরীফ শবে বরাতকে লাইলাতুন নিছফি মিন শা'বান বা শা'বান মাসের মধ্য রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।আর আমাদের উপমহাদেশে যাকে শবে বরাত বলে থাকি। তা ফারসী ভাষা থেকে উদ্ভূত। যা শব (شب) বা রাত ও বরাত (برات)বা পবিত্রতা, নাজাত, মুক্তি ত্রাণ ইত্যাদি|

[৬]আল্লামা আব্দুর রহমান সাফুরী: নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাখাবুন নাফায়িস ১ম খণ্ড পৃ.১৪৬

ক্ষমা প্রাপ্তির রাত:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতে দুই শ্রেণি মানুষ ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে-

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. المعجم الكبير للطبراني وشعب الايمان

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি মধ্য শাবানের রাতে বিশেষ ভূমিকায় আবির্ভূত হন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন। মু'জামুল কাবীর লিত্বিবরানী, শুয়াবুল ঈমান

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. سنن ابن ماجه

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ"

হযরত উমান বিন আবিল আস রা. মহানবী সা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন মধ্য শাবানের রাতের আগমন ঘটে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এ মর্মে ঘোষণা দেন যে, কোন ক্ষমা প্রার্থী কি আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোন সাওয়ালকারী কি আছে? আমি তাকে দান করবো? কোন কিছু কেউ চাইলে তাকে তা দান করা হবে। তবে কোন যেনাকারিনী মহিলা ও মুশরিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হবে না। ইমাম বায়হাকী রহ., শুয়াবুল ঈমান

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لاِثْنَيْنِ : مُشَاحِنٍ ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: নিসফু শা'বান তথা শাবান মাসের মধ্য রাতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ ভুমিকায় অবতীর্ণ হন। দুই প্রকার লোক তথা হিংসুক ও খুনি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

[৭] ● আহমাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি.), "আল মুসনাদ, ●"হাফেজ যকী উদ্দীন আল মুনযিরি র. " "আত তারগীব ওয়াত তারহীব" বর্ণনা ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৪০, হাদীস নং ২০।

وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. سنن الترمذى

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা এক রাতে রাসূলে পাক সা. কে হারিয়ে ফেললাম। তাকে তালাশ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাকে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি কি মনে করেছো যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার ওপর জুলুম করবেন? হযরত আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি মনে করেছি আপনি হয়তো অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মধ্য শা'বানের রাতে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন (অর্থাৎ তাঁর রহমত) এবং বনু কালবের ছাগলে লোমের চেয়ে বেশী সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন।[৮]

এ রাতে ইবাদত এবং দিনে রোযা রাখার নির্দেশ:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. سنن ابن ماجه

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যখন মধ্য শাবানের রাতের আগমন ঘটে, তখন তোমরা সে রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদত কর এবং দিনের বেলায় রোযা পালন কর। কেননা মহান আল্লাহ (তাঁর রহমত) সেদিন সূর্যাস্তের পর প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী কি আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোন রিযিক তালাশকারী ব্যক্তি কি আছে? আজ আমি তাকে রিযিক দেব। কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি কি আছে? আজ আমি তাকে বিপদ হতে মুক্ত করে দিব। এভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা অব্যাহত থাকে। সুনান ইবনে মাজাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. صحيح بخاري

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাদের মহান প্রভু প্রতিটি রাতে যখন শেষ এক তৃতীয়াংশ বাকী

[৮]. ● তিরমিযী, "আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা" (২৭৯ হি:), আস সুনান। ● বায়হাকী ● আহমাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি.), ● ইবনু মাজাহ, মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ (২৭৩ হি:),

থাকে তখন প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে ডাকবে আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান করবো। যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।[৯]

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . سنن الترمذي

হযরত মুসা ইবনে তালহা রা.হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি আবু যার গিফারী রা. কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যারকে বলেন, যদি তুমি মাসে ৩দিন রোযা রাখতে চাও, তাহলে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রেখো।[১০] প্রমাণিত হলো যে, শাবান মাসের ১৫ তারিখে নফল রোযা পালন করার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস আছে।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আমল

☑ মাগরিব নামায বাদ: আওয়াবীনের নামাজ (দুই দুই রাকাআত করে ছয় রাকাত)

☑ এশার নামাযের আগে: ব্যক্তিগত আমল ও নামাযের প্রস্তুতি।

☑ এশার নামায শেষে আমল –

☑ **কুরআন তিলাওয়াত:** কুরআন মাজীদের যে কোন জায়গা থেকে তিলাওয়াত করবে। তবে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ কতিপয় সূরার নাম নিচে উল্লেখ করা হল।

◈ সূরা ইয়াছিন ◈ সূরা আর রহমান ◈ সূরা ওয়াকিয়া ◈ সূরা মুলক ◈ সূরা হা-মী সাজদাহ ◈ সূরা দুখান ◈ সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত ◈ সূরা আলে ইমরানের শেষ তিন আয়াত

▣ **যিকির এর আমল :** আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র নাম সমূহ ও কালিমার যিকির।

▣ **দরুদ শরীফ:**

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللهِ الْقَاطِعِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَشِفَاءٍ

এ ছাড়া যে কোন দরুদ শরীফ পড়া যায়।

▣ নফল নামায পড়া:

দুই দুই রাকাত করে যে কোন সূরা দিয়ে নফল নামাজ যত রাকাত সম্ভব পড়বে।

▣ **সালাতুত তাসবীহ :**

[৯] বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, কানযুল উম্মাল।

[১০] ● তিরমিজী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি:)।

নিয়ম: প্রথমে নামাযের নিয়ত করত: আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরীমার পর যথারীতি ছানা পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়াটি **১৫** বার পাঠ করবে।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اَللهُ أَكْبَرُ

অতঃপর আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন সূরা পাঠ করবে। অতঃপর **১০** বার উক্ত দোয়া পাঠ করবে। তারপর রুকুতে গিয়ে **১০** বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে, রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে **১০** বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। অতঃপর সিজদায় যাবে এবং সেখানে **১০** বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। তারপর দুই সিজদার মাঝখানে **১০** বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে আবার উক্ত তাসবীহ **১০** বার পাঠ করবে। এভাবে দুই বৈঠকে ৪ রাকাত নামায পড়াকে সালাতুত তাসবীহ বলে। রুকু ও সিজদায় গিয়ে প্রথমে রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলো কমপক্ষে ৩ বার পাঠ করে নিবে। তারপর উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। উল্লেখ্য যে, তাসবীহগুলো পাঠের সময় হাতের আঙ্গুলীতে গণনা করবে না বরং দেলে দেলে হিসাব করবে।

▣ সালাতুত তাওবা :

যদি কেহ কোন গুনাহ করে ফেলে তবে ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রথমে অজু গোসল করে দু'রাকায়াত নামায পড়বে, অতঃপর একাগ্রতা ও অনুতাপের সাথে একাধিকবার নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে -

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ

আমি আমার রব আল্লাহর নিকট সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার নিকট তাওবা করছি।

তারপর আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'হাত উঠায়ে বলবে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَتُوْبُ إِلَيْكَ مِنْهَا لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا اَبَدًا اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِي وَ رَحْمَتَكَ أَرْجَى عِنْدَيْ مِنْ عَمَلِيْ.

হে আল্লাহ আমি গুনাহ থেকে তোমার নিকট তাওবাহ করছি। আমি পুনরায় এ গুনাহ করব না। হে আল্লাহ আমার পাপের চেয়েও তোমার ক্ষমা অনেক বড় ও প্রশস্ত। আমার নিকট আমার আমলের চেয়ে তোমার রহমতই বড় আশার বস্তু।

▣ সালাতুল হাজাত :

নিয়ম: এ নামায দু'রাকায়াত বা চার রাকাত পড়া যায়। হাদীসে শরীফে বর্ণিত আছে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। পরবর্তী তিন রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাছ পাঠ করবে। যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট বা কোন মানুষের নিকট হতে কিছু লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাহলে সে যেন ভাল করে অজু করে হাজত পূরণের নিয়তে চার রাকাত নামায আদায় করে, অতঃপর হামদ ও সালাত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَمِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، لَا

تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا ، إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .
سنن الترمذ

◘ সালাতুত তাহাজ্জুদ:

সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা দিয়ে দুই রাকাত করে ১২ রাকাত সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়তে হয়।

◘ তাসবীহাতের আমল :

◈ ১নং তাসবীহ: ১০০ বার:

হাদীস শরীফে আছে- এই তাসবীহটি উচ্চারণে সহজ মিযানে ভারী ও আল্লাহর নিকট প্রিয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ, سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْعَظِيمِ

◈ ২নং তাসবীহ : ১০০ বার

اَشهَدُ اَن لَا اِلهَ اِللهُ وَحدَه لَا شَرِيكَ لَه اِلهًا وَاحِدًا أحدا صَمَدًا لَم يَتَّخِذ صَاحِبَةً ولَا وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّه كُفُوًا اَحَدٌ . سنن الترمذ

◈ ৩ নং তাসবীহ: ১০০ বার:

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

যদি কেহ ফজরের নামাযের পরে উক্ত দোয়া ৭ বার পাঠ করে আর ঐ দিনে সে মারা যায় এবং মাগরিবের নামাজের পর ৭ বার পাঠ করে আর ঐ রাতে সে মারা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। মু'জামুল কাবীর

◈ ৪ নং তাসবীহ: ১০০ বার :

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

◈ ৫ নং তাসবীহ: ১০০ বার:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه ، لَه الْمُلْكُ ، وَلَه الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

এ তাসবীহ ১০০ বার পাঠ করলে ১০ টি গোলাম আযাদের সাওয়াব, ১০০ নেকী লেখা হয়, ১০০ গোনাহ মাফ করা হয় এবং ঐ দিনে তাকে শয়তান ধোঁকা দিতে পারে না।

◈ ৬ নং তাসবীহ: ১০০ বার:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه ، لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ يُحْيِْ وَيَمِيْتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

পাঠকারী সর্বোত্তম ব্যক্তি তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

◈ ৭ নং তাসবীহ: ১০০ বার:

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَ رَسُوْلًا. سنن ابن ماجه

◈ ৮ নং তাসবীহ: ১০০ বার :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الأَوَّلِ وَالآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

◈ ৯নং তাসবীহ : ১০০ বার :

اَللّٰهم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. سنن ابن ماجه

◈ ১০ নং তাসবীহ: ১০০ বার:

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. سنن ابن ماجه

কবর যিয়ারাত করা

কবর যিয়ারতের নিয়ম:

সূরা ফাতিহা ৩ বার, সূরা ইখলাস ১০ বার এবং ১১ বার দরুদ শরীফ পড়ে মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে।

কবর যিয়ারতের হুকুম

কবর যিয়ারত **সুন্নত** (পুরুষদের জন্য সর্বসম্মতভাবে)।রাসূল সা. বলেছেন-

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ«

আমি তোমাদের কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারত করো; কেননা তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' মুসলিম, হাদীস

কবর যিয়ারতের সুন্নত নিয়ম (ধাপে ধাপে) :

নিয়ত, খিরাত স্মরণ, মৃতের জন্য দোয়া, নিজেকে উপদেশ দেওয়া। ফাতহুল বারী

কবরস্থানে প্রবেশের দোয়া (সুন্নত)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ, আপনাদের প্রতি শান্তি। ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব।আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা দান করুন। মুসলিম, আবু দাউদ

কবরের পাশে দাঁড়ানোর আদব

কিবলার দিকে মুখ করা , কবরের উপর পা না দেওয়া, বসা বা হেলান না দেওয়া।আল-হিদায়াহ, রদ্দুল মুহতার

কুরআন তিলাওয়াত (ফিকহি মত)

অধিকাংশ ফকিহের মতে জায়েজ ও মুস্তাহাব।বিশেষভাবে পড়া হয়–সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ইয়াসিন, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস

মৃতের জন্য দোয়া (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ

যেসব কাজ সুন্নত নয় / নিষিদ্ধ

কবরকে সিজদা করা, কবর থেকে কিছু চাওয়া, কবর ঘিরে তাওয়াফ, কবরের উপর চাদর, আগরবাতি, উচ্চস্বরে কান্না ও মাতম।

বর্জনীয় বদ আমল ঃ এ বরকতপূর্ণ রাতকে ঘিরে আমরা যে সকল বেদায়াত এবং বদ আমল করি তা থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন ঃ সৌভাগ্যের রজনী মনে করে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ইবাদাত করা। রিযিক বন্টনের রাত মনে করে ঐ রাতে গোস্ত, রুটি, হালুয়াসহ অনেক সুস্বাদু খাবার তৈরি এবং তা পেট পুরে ভক্ষণ করা। সাথে সাথে এ ধরণাও পোষন করা হয় যে, এ রাতে ভাল খেলে আল্লাহ বেশি রিযিক বন্টন করবেন। শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জের ছোটরাতো বটেই সাথে সাথে বড়রাও আতশবাজী এবং আলোক সজ্জায় মেতে উঠে। যার ফলে নিজেরা যেমনি ইবাদাত করতে পারে না; তেমনি অন্যের ইবাদাতেও ওসওয়াসা পয়দা করে। গোরস্থানে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, গোরস্থানের প্রাচীরে, কবরের উপর, তোরণে তোরণে প্রচুর পরিমাণে মোমবাতি, আগরবাতি, জ্বালান হয়। গোরস্থানগুলোকে নানাভাবে সুসজ্জিত করা হয়। এছাড়াও নানা ইসলাম সমর্থিত নয় এমন আচার-অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়ে থাকে এ রাতে। যাতে কোন ফায়দা নেই; বরং বেদায়াতের মত জঘন্য পাপ, জঘন্য অপরাধ হয়ে থাকে অনবরত। পবিত্র শবে বরাতের মর্যাদা পেতে হলে উপরোক্ত বদ আমলগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

ঊষর মরুর ধূসর বুকে
ছোট্ট যদি একটি শহর গড়ো
একটি শিশু মানুষ করা
তার চেয়েও অনেক বড়।

ইসলামী দাওয়াতের স্বরূপ: প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম

মাওলানা মুহাম্মদ অজিউল হক কাজী

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ سورة آل عمران

আল্লাহর নিকট মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। সূরা আল ইমরা:১৯

পৃথিবীর মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। ইসলামের পরিচয় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

معنى الاسلام "الاستسلام لأمر الله ونهيه بلا اعتراض.

কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার নামেই ইসলাম। আর এর অর্থ নিরাপদ ও শান্তি। যেহেতু ইসলাম নিরাপদ ও শান্তির ধর্ম।

ইসলামী দাওয়াতি মিশন নিয়েই এ ধরার বুকে এসেছেন বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম। এবং তার পথের অনুসারী ছিলেন সাহাবী, তাবেয়ি ,তাবে তাবেয়ি, আকাবারে দ্বীন, সালফে সালেহীন, মোবাল্লিগ ও আরব বণিক গন। তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। বিশ্বের সু-প্রাচীন জনপদ সমূহের একটি ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত চট্টগ্রামেও ব্যাপকভাবে দাওয়াতি কাফেলা ছড়িয়ে পড়েন। তাই চট্টগ্রাম নগরী বাংলার " باب الاسلام" বাবুল ইসলাম বা ইসলামের প্রবেশ দ্বার হিসাবে খ্যাত।

এখানে তিন ভাবে ইসলামের আগমন ঘটে।

প্রথমত: আরব বণিকগণের মাধ্যমে। **দ্বিতীয়ত**: "দরবেশ- আউলিয়া" তথা মুজাহিদ ও ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে। **তৃতীয়ত**: মুসলিম রাজা-বাদশাদের বিজয়ের মাধ্যমে। ইসলামের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম ঠিক কখন বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে এতদসম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের পরিবেশিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিজরি প্রথম শতকেই ভারতীয় উপমহাদেশে তথা মালাবারে ইসলামের আগমন ঘটে এবং বাংলায় ইসলাম আগমনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় চট্টগ্রাম অঞ্চল।

বাংলাদেশের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিমের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'ঈসায়ী অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে আরব ব্যবসায়ীদের আনাগোনার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্য গঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল।

অনেক চট্টগ্রামী পরিবার আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। চট্টগ্রামী লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন, আলকরণ, সুলুকবহর, বাকলিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে।

ড. আবদুল করিমের এই বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রাম দিয়েই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। এ কারণে চট্টগ্রামকে ইসলামের প্রবেশদ্বার বলা হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। সুতরাং যে কোনো সূত্র বা পর্যায়েরই হোক চট্টগ্রামের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে সবার কাছে।

বারো আউলিয়ার দেশ নাম কেন?

চট্টগ্রামের আরেক নাম 'বারো আউলিয়ার দেশ। ' 'বারো আউলিয়ার দেশ' কথাটি বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত। বৃহত্তর চট্টগ্রামের দুটি স্থানে বারো আউলিয়ার সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। এর একটি হলো সীতাকুন্ড উপজেলার সোনাইছড়িতে অবস্থিত পীর বারো আউলিয়ার মাজার।

গ্রামের নাম সোনাইছড়ি হলেও সীতাকুন্ড উপজেলার এ এলাকাটি বারো আউলিয়ার মাজার নামে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। যদিও এখানে বারো আউলিয়ার অন্তর্গত কোনো পীরের মাজার নেই। তবে এ স্থানটি বারো আউলিয়ার আস্তানা, খানকা বা সম্মিলনস্হল ছিল বলে জানা যায়।

ঐতিহাসিকদের মতে, সেই সুদূর আরব, ইরাক, ইরান বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্ম প্রচারের জন্য সুফি সাধকরা এখানে আগমন করতেন। তারা এখানে বসে সমবেতভাবে পরামর্শ করে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতেন। সে মোতাবেক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তেন। এসব পীর আউলিয়াদের কেউ কেউ অনেক সময় এখানে অবস্থান করে নির্জনে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতেন। ফলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ জায়গাটি বারো আউলিয়ার মাজার, দরগা বা আস্তানা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

এ ছাড়া শহর থেকে প্রায় ৯-১০ কিলোমিটার দূরে বর্তমান চট্টগ্রাম-হাটহাজারী সড়কের বালুছড়া নামক স্থানে বারো আউলিয়ার নামে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটা জামে মসজিদ রয়েছে।

ড. গোলাম সাকলায়েন লিখিত 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক' গ্রন্থের ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠায় চট্টগ্রামের 'বারো আউলিয়ার' মধ্যে দশ জনের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন-

১. হজরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.)।
২. হজরত শেখ ফরিদ (রহ.)।
৩. হজরত বদর শাহ্ বা বদর আউলিয়া বা পীর বদর (রহ.)।
৪. হজরত কতল পীর (পীর কতল) (রহ.)।
৫. হজরত শাহ্ মহসিন আউলিয়া (রহ.)।
৬. হজরত শাহ্ পীর (রহ.)।

৭. হজরত শাহ্ উমর (রহ.)।
৮. হজরত শাহ্ বাদল (রহ.)।
৯. হজরত শাহ্ চাঁদ আউলিয়া (রহ.)।
১০. হজরত শাহ্ জায়েদ (রহ.)।

উল্লেখিত ইসলাম প্রচারকদের সবাই কিন্তু মূল চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের কাজ করেননি। তারা চট্টগ্রামের আশেপাশে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

অলৌকিক চেরাগের আলোয় আলোকিত চট্টগ্রাম-

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হজরত বদর শাহ্ বা বদর আউলিয়া বা পীর বদর (রহ.) চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন। তিনি যখন এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন, তখন চট্টগ্রাম শহর ছিল জনমানবহীন গভীর পাহাড় পর্বতে ঘেরা। জনশ্রুতি অনুযায়ী, তখন এ এলাকায় জ্বীন-পরীদের বাসস্থান ছিল। হজরত বদর শাহ (রহ.) একটি মাটির চেরাগ হাতে নিয়ে গভীর বন-জঙ্গল দিয়ে একটি পাহাড়ের উপর উঠলে জ্বীন-পরীরা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, তাদের আবাসস্থলে কোনো মানুষের স্থান নেই।

রাতের অন্ধকার নেমে এলে হজরত বদর শাহ (রহ.) জ্বীন-পরীদের কাছে শুধু চেরাগ রাখার স্থানটুকু চাইলে তারা সম্মতি জ্ঞাপন করে। তিনি চেরাগ জ্বেলে দিলে তা থেকে তীব্র তেজ বিকিরণ করতে থাকলে জ্বীন-পরীদের শরীরে প্রকট জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তারা চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং আস্তে আস্তে এখানে মানুষ বসবাস করতে শুরু করে। এভাবেই চেরাগ রাখার পাহাড় চেরাগী পাহাড় নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রতীকী অর্থে এখান থেকে চেরাগ জ্বালিয়ে আলোকিত করেছিল চট্টগ্রাম এবং সেই থেকে আজ অবধি চট্টগ্রাম আলোকিত হয়ে উঠছে ক্রমাগত। কিংবদন্তি আছে যে, ওই চেরাগটি ছিল অলৌকিক।

বর্তমানে চেরাগির মোড়ে স্থাপিত মনুমেন্টটি ইতিহাসের স্মারক। এই চেরাগ যেন মূল্যবোধের প্রতীক। যে চেরাগ মনুমেন্ট চট্টগ্রামবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের গর্বিত ইতিহাসের কথা। এই চেরাগ জ্বালিয়ে আলোকিত করা হয়েছিল চট্টগ্রাম, দূর করা হয়েছিল তাবৎ অশুভ শক্তিকে। ইতিহাসের সুন্দরতম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল এই চেরাগের আলো ধরে।

তাই তো আমরা দেখি, চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে প্রচুর মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও মাজার। এই চট্টগ্রামের মাটি জন্ম দিয়েছে হাজারো আউলিয়া।

ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত কথা হল, আরব বণিকদের মাধ্যমেই এদেশে ইসলাম এসেছে। তবে ইসলাম প্রচারকদের আগমনের সুনির্দিষ্ট সময় নিয়ে বেশ কথা থাকলেও বিশুদ্ধ মত হল মহানবী (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায়ই এদেশে ইসলামের দাওয়াত এসে পৌঁছায়। নবুওয়াতের সপ্তমবর্ষে (৬১৭ খৃস্টাব্দে) সাহাবী হজরত আবু ওয়াক্কাস মালিক বিন ওহাইবের (রা.) চীনে আগমনই এ কথার পক্ষে জোরালো প্রমাণ বহন করে।

সাহাবী হজরত কাসেম ইবনে হুজাইফা (রা.), উরওয়া ইবনে আসাসা (রা.), আবু কায়েস ইবনুল হারিসও (রা.) এ সফরে তার সঙ্গী ছিলেন।

চীনে যাবার পথে তারা বাংলাদেশের বন্দর বিশেষত চট্টগ্রাম ও সিলেট নোঙ্গার করেছেন এবং তাদের সান্নিধ্যে এসে এদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এখান থেকেই বাংলাদেশ ইসলামের যাত্রা।

প্রাক ইসলামি যুগেই আরব বণিকরা সমুদ্র পথে আবিসিনিয়া ও চীন পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেন। আরব-চীনের মধ্যে তাদের কয়েকটিঘাঁটিও ছিলো।

এ পথে তাদের প্রথম ঘাঁটি ছিলো মালাবর। তারা নিয়মিত মালাবরের উপর দিয়ে চট্টগ্রাম, সিলেট ও কামরূপ হয়ে চীনে আসা যাওয়া করতেন। এভাবেই চট্টগ্রাম ও সিলেট তাদের যাতায়াতের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত।

মূলত এ সূত্র ধরেই নাম নাজানা আরো বহু সাহাবী দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তির্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রচারে কাজ করেছেন। চীনের ক্যান্টনসমুদ্র তীরবর্তী হজরত আবু ওয়াক্কাসের (রা.) মাজার আজও সেই সাক্ষ্য বহন করে আছে। সমুদ্র তীরের কোয়াংটা মসজিদও তিনিই নির্মাণ করেন বলে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তবে ঐতিহাসিকদের সব মতামত ও গবেষকদের গবেষণাকে চ্যালেঞ্জ করে সম্প্রতি বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের চাঞ্চল্যকর যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সব রকমের সন্দেহ ও সংশয়ের অবসানতো ঘটেছেই উন্মোচিত হয়েছে ইতিহাসের নতুন দিগন্ত।

জাতীয় অধ্যাপক' দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফের মতে, হজরত ওমরের (রা.) শাসনামলে মামুন, মুহাইমেন (রা.) নামক সাহাবিদ্বয় বাংলাদেশে আগমন করেন।

ইসলাম প্রচারের এ ধারা আব্বাসী খেলাফতকালে আরও জোরদারহয়। রাজশাহীর পাহাড়পুরে বৌদ্ধবিহার খননকালে দুটি আরবীমুদ্রা পাওয়াযায়। এই মুদ্রা দুটি তৈরী হয়েছিল ৭৮৮ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে।

ইতিহাসবিদ ড.এনামুল হকের মতে, কোন ইসলাম প্রচারক এই মুদ্রাগুলো বহন করেছিলেন।

কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খননকালে আব্বাসী যুগের আরও দু'টি স্বর্ণমুদ্র পাওয়া যায়। এসব মুদ্রা এ কথাই প্রমাণ করে, ঈসায়ী অষ্টম-নবম শতকে এদেশে আরব মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলামের চর্চা ও প্রচারের কাজ চালুছিল। আরব দেশের ইসলামী দাওয়াতের কাফেলা ইসলামের প্রবেশদ্বার পবিত্র বন্দর নগরী চট্টগ্রাম হয়ে জাহাজ যোগে এদেশে আগমন করেছেন।

চট্টগ্রামের পূর্ব নাম ছিল ইসলামাবাদ, যা ১৬৬৬ সালে মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খান রেখেছিলেন। স্থানীয়ভাবে ইসলামাবাদের আটপৌড়ে নাম ছিলো চাটিগাঁও। ব্রিটিশরা এই নামটিই গ্রহণ করে। চাটিগাঁওয়ের সংস্কৃত উচ্চারণ চট্টগ্রাম। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত চট্টগ্রামের হাজার বছরের পুরাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। বারো আউলিয়ার পুণ্যভূমি, প্রাচ্যের রাণী বীর প্রসবিনী, আধ্যাত্মিক রাজধানী, বন্দরনগরী, আন্তর্জাতিক পর্যটন নগরী, কল্যাণময় নগরী এমন অসংখ্য নামে পরিচিত এই চট্টগ্রাম।

বর্তমানেও ইসলামী দাওয়াত তথা ইসলামের প্রসার ও প্রসারে নামকরা মসজিদ মাদ্রাসা রয়েছে চট্টগ্রামে। যেমন-

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগাং বা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (সংক্ষেপে আইআইইউসি) এটি সীতাকুন্ডের কুমিরাতে অবস্থিত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি ৪৩০ জন শিক্ষক ও ১২০০০ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। সর্বমোট ৬০ একর আয়তনের ক্যাম্পাস নিয়ে গঠিত। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি।

২১টি কামিল, ৬৬টি ফাজিল সহ ১৩৭টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে রত রয়েছে। নামকরা তিনটি কওমি মাদ্রাসার তথা দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, জামিয়া ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম, সহ অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দ্বীন প্রচারের কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

নামকরা, বেশ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মসজিদ সহ শত শত মসজিদ রয়েছে ইসলামের নগরী চট্টগ্রামে। সারাদেশে একযোগে ৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্যে ৪টি রয়েছে পবিত্র নগরী চট্টগ্রামে। এ নগরটি আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের মুসলমানদের ইসলামী ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয়। ইসলাম প্রচারের জন্য মহান সাধকগন জাহাজযোগে এ অঞ্চল দিয়েই প্রবেশ করেন। আমরা উক্ত ইসলামের দাঈ, মুবাল্লিগ,অলি, আওলিয়া ও গাউস-কুতুবদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের আত্মত্যাগের স্মৃতিগুলো অনুসরণ করে দোজাহানের কামিয়াবি হাসিলের তাওফিক দান করেন। আমীন। وما توفيقى الا بالله.

ঐ পাহাড় আর গাছ গাছালি নীল ঝরণার গান
জানি গো প্রভু, জানি যে শুধু সকলই তোমর দান।

চলো ঘুরে আসি সেই স্বপ্ন রাজ্যে

হারুনুর রশিদ, সহকারী অধ্যাপক (আরবি)

আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া সেই মহান জাতে পাকের যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব সন্তানকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে দান করেছেন জ্ঞান প্রজ্ঞা আর বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষের আবাসস্থল বানিয়েছেন অর্থাৎ বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। আর মানুষের প্রজ্ঞাকে শানিত করার এবং তাঁর কুদরতসমূহ অবলোকন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রমণ করতে। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক কুল কায়েনাতের সরদার রাহমাতুলল্লিল আলামিন নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সা. এর প্রতি যিনি নৈশ ভ্রমণে বের হয়ে স্বল্প সময়ে আরশে আজিম, লৌহ-কলম সফর করে মহাকাশ ভ্রমণের নজীর স্থাপন করে মানব জাতীকে প্রজ্ঞার রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত করেছেন। ২০২৫ সালের শিক্ষাসফর আলহামদুলিল্লাহ সমাপ্ত হলো। ২০২৫ সালের শিক্ষাসফর ছিলো টান টান উত্তেজনা, ভয়ের এঁকে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তবে ভয় কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের রাজ্যে প্রবেশের ভয় নয়। সামনে নির্বাচন, রোজার ছুটি, আবার গভর্নিং বডির নির্বাচনের পূর্বমুহূর্ত তাই কিছুটা বিব্রতকর অবস্থা ছিল। যাক শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ স্যারের উদারতা এবং উপাধ্যক্ষ স্যারের সক্রিয় উপস্থিতিতে সুন্দরবনের বাঘের রাজ্যেও দারুচ্ছুন্নাহর বিজয় চিহ্ন একে দিয়ে বীরত্ব প্রকাশ শেষে সমুদ্র বধু কুয়াকাটায় গোসল করে। আল্লামা সাঈদী রহ. কবর জিয়ারত শেষে ষাটগম্বুজ মসজিদসহ অনেক ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক নিদর্শন পরিদর্শনের মাধ্যমে ২০২৫ সালের শিক্ষাসফর সমাপ্তি হয়।আমাদের বাৎসরিক শিক্ষাসফরে আমরা নতুন অনেককিছু দেখলাম জানলাম এবং শিখলাম, কিন্তু আজ আমি তোমাদের নিয়ে এমন এক স্বপ্ন রাজ্যে যেতে চাচ্ছি যেখানে গেলে কারোরই ফিরে আসতে ইচ্ছে করবেনা। ভাবছো মোহীনি শক্তির চর্চা কিংবা শয়তানী যাদুর দেশ কোহে কাপ কিংবা কামরুপ কামাক্ষা নয়তো? না বন্ধু! কথা না বাড়ীয়ে চল ঘুরে আসি সেই স্বপ্নের রাজ্যে। আগে জেনে নিই সে দেশটির সম্পর্কে

জনগণ :

সে রাজ্যের প্রজারা একে অপরের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী কারো দ্বারা কারো ক্ষতির আশংকা তো দুরের কথা একজন আরেকজনের উপকার বা সাহায্য করতে পারলেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই খুশী হয়।প্রতিটি প্রজা একে অপরের ধন, প্রাণ, সম্মান ও সম্পদের হিফাজত করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। কেউ কোন অন্যায় অপরাধ তো করেইনা, কারো সাথে কারো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে ভুলকারী ব্যক্তি ক্ষমা চাওয়ার জন্য বিনয়ী হয়ে থাকে, আর যার সাথে ভুল হলো সে আরো বেশী বিনয়ী হয়ে থাকে

ক্ষমা করার ক্ষেত্রে। সে দেশের হাটে বাজারে কোনো প্রকার ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্য পাওয়া যায়না। কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য দোকানদার দাবি করেনা, মজুতদারী কালো বাজারী কাকে বলে তারা জানেই না। মিথ্যা বলাটাকে তারা তাদের বিবেক বিরোধী পাপ এবং বরকতের অন্তরায় মনে করে। রোজা,ঈদ, পূজা, পার্বনে,বাজারে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়ার প্রশ্নই আসেনা। কাস্টমার থেকে অল্প লাভ করতে পারলেই দোকানদার খুশী হয়।বাজারের সকল দোকানদার ও কাস্টমার সবাই যেনো একে অপরের রক্তের আত্বীয় একে অন্যের স্বার্থ রক্ষায় তারা মরিয়া। বাজার ব্যবস্থা যেন প্রীতিভোজের কোন আনন্দ অনুষ্ঠান সেখানে সবাই সবাইকে হেল্প করতে আনন্দবোধ করে থাকে।

বাজার ব্যবস্থা :

বাজারের দোকানগুলোতে নাই কোনো দরজা, নাই কেছি গেইট কিংবা তালা, নাই সাটার, কোনো পাহারাদার কিংবা সিকুরিটি। তালার দোকানে তালা বিক্রি হয়না তাই তালার কারখানাতেই তালা পড়ে আছে। আরো মজার ব্যাপার হলো দোকানে নাই কোন বিক্রেতা, সেলসম্যান, ম্যানেজার, কিংবা মালিক পক্ষের কেউ। নেই কোনো সিসি ক্যামেরা, তারই বা দরকার কি? ক্রেতারাই তো যেনো বিক্রেতা। যে যার মতো সদাই নিচ্ছে, চার্টে লেখা মুল্য হিসেব করে ক্যাশে সমপরিমানে টাকা রেখে যাচ্ছে। কারণ তারা সবাই প্রকৃত ইমানদার ও সৎ মানুষ, তাই তাদের ব্যবসা নিরাপদ ও বরকতে পরিপূর্ণ। কেউ অন্যায় অপরাধ করেইনা বরং সবাই মিলে প্রশাসনের সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে থাকে।

প্রশাসনঃ সেদেশের প্রশাসনের লোকেরা সর্বদা তটস্থ থাকে, কোন নির্দেশ জারী করার সাথে সাথেই তা আমলে নিয়ে নেয়। নিজ দায়িত্বে কোনো খবরদারী করাতো লাগেইনা বরং প্রশাসনকে এমনিতে কৃতজ্ঞতা জানায়। পুলিশের চাকুরীটা তারা খামাখা মনে করে। তাই দায়ীত্বহীন চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অনেকেই ব্যবসা ও কৃষি কাজ করে তারা মনে করে এতেই জনগণের প্রকৃত বন্ধু হওয়া যায়। সেদেশের আদালতের বিচারক আরো বেশী বিরক্ত, বছরের পর বছর বসে থাকলেও একটা মামলা হয়না, সেখানে হবে কোথা থেকে কেউ অপরাধ করেনা। মারামারি,গুম, গুন, চুরি, ডাকাতি, অন্যায় অপরাধ তো তাদের ডিকশিনারিতে নাই। ঘুষ-দুর্নীতি কাকে বলে তারা চেনেই না। জেলখানা আছে নাই কোনো অপরাধী কিংবা আসামী।

সরকারঃ

সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সকল এমপি, মন্ত্রী, সবাই নিজেদের কে জনগণের বেতনভুক্ত কর্মচারী মনে করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজ কোষাগার থেকে বেতন না নিয়ে নিজেকে কর্মচারী থেকে জনগনের কর্মী পরিচয় দিতে রাষ্ট্রীয় কাজের শেষে অবসর সময়ে কৃষি কাজ,ব্যবসা, পশুপালন ইত্যাদি কাজ করে পরিবারের খরচ চালায়।এমন ও শোনা গেছে সে দেশের মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বার

হওয়ার জন্য কোন প্রার্থী খুজেই পাওয়া যায়না। জনগন যাকে যোগ্য এবং সক্ষম মনে করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ওয়ার্ডের মেম্বার, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা চেয়ারম্যান এবং কি আসনের এমপি বানিয়ে ফেলে নিজ ইচ্ছায়। নাই কোন দলাদলি কিংবা ঘটা করে নির্বাচন। আবার প্রতিনিধি হওয়ার পর কেউ কেউ মনে মনে ভাবে সবাই মিলে আমাকে একটা বিপদে ফেলে দিল। আচ্ছ, আল্লাহ সহায় থাকলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে বলে বিনয়ী হয়ে কাদতে কাদতে আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে এবং বলে সে দায়িত্ব কাধে নিয়ে চলতে শুরু করে। এ পদে আমি একজন সেবক। তাদের সেবার কোন ত্রুটি হলে যতনা তাদের কাছে জবাব দিতে হবে, তারচেয়ে বড় কঠিন জবাব দিহিতা করতে হবে আল্লাহর আদালতে। সেই ভয়ে টতস্ত থাকে সারাক্ষণ।

কোথায় সেই স্বপ্ন রাজ্য?

এখন সবাই উৎসুক হয়ে জানতে চাচ্ছেন কোথায় সেই দেশটা?

এ দেশের ভৌগলিক অবস্থানই বা কোথায়?

নাম কি দেশটির? রাজধানীর নামইবা কি?

উত্তরটা একটু অন্য রকম। এটা আসলে একটা বাস্তব কোন রাজ্য নয়, তবে এ রাজ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পৃথিবীর অনেক দেশের সাথেই মিলে যায়। তবে সে দেশটির পূর্নাঙ্গ রুপ হবে আল কুরআনের বর্নিত সেই দেশ বা জনপদ যার কথা কুরআনে ঘোষণা করছে : যখন কোনো জনপদের মানুষ ইমানদার হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে, আমি অবশ্যই তাদের জন্য আকাশ থেকে এবং জমীন থেকে বরকতের দরজাসমুহ খুলে দিবো, (আল-কুরআন)।

এসো আল কুরআনের আলোকে ঈমান এবং তাকওয়ায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী মানুষে ভর্তি একটা দেশ তৈরি করি অথবা নিজেদের দেশকে আমরা সে দেশে পরিবর্তন করি। তবেই আমাদের সফর সফল ও সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

এ দেশ খান জাহানের
এ দেশ শাহ জালালের
এই শাহ মাখদুমের চারণভূমি
গর্বের দেশ আমাদের।

দুই তীর এক অগ্রযাত্রা— কর্ণফুলী টানেল

মোহাম্মদ শাহ আলম, সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন)

ভূমিকা:

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সুড়ঙ্গ পথ, যা কর্ণফুলী টানেল নামে পরিচিত। এটি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এবং আনোয়ারা উপজেলাকে সরাসরি সংযুক্ত করেছে।

উদ্বোধন ও অবস্থান:

২০২৩ সালের ২৮শে অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এই টানেলটির উদ্বোধন করেন।

টানেলটির এক প্রান্ত চট্টগ্রাম শহরের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি সংলগ্ন পতেঙ্গা থেকে শুরু হয়েছে। নদীর অপর প্রান্তে এটি আনোয়ারা উপজেলার চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (CUFL) এবং কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (KAFCO) কারখানার মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে শেষ হয়েছে।

নির্মাণ ও কারিগরি তথ্য :

এই প্রকল্পটি আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার এক অনন্য নিদর্শন। এর প্রধান কিছু কারিগরি দিক নিচে দেওয়া হলো:

দৈর্ঘ্য: মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৩২ কিলোমিটার। তবে সংযোগ সড়কসহ (অ্যাপ্রোচ রোড) এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৯.৩৯ কিলোমিটার।

গভীরতা: কর্ণফুলী নদীর তলদেশ থেকে প্রায় ১৫০ ফুট গভীরে এই সুড়ঙ্গ পথটি নির্মাণ করা হয়েছে।

নির্মাণ পদ্ধতি:

টানেলটি নির্মাণে অত্যাধুনিক স্লারি শিল্ড টানেলিং (Slurry Shield Tunneling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

ধরন:

এটি একটি দ্বি-লেন বিশিষ্ট ডুয়েল টানেল (দুইটি টিউব), যা যানবাহনের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: চীনের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (CCCC) এই প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে।

অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ গুরুত্ব:

কর্ণফুলী টানেল কেবল একটি অবকাঠামো নয়, এটি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

আঞ্চলিক সংযোগ:

এই টানেল ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে সরাসরি যুক্ত করেছে, যা যাতায়াতের সময় অনেকাংশেই কমিয়ে দিয়েছে।

শিল্পায়ন:টানেলটির মাধ্যমে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে শিল্পায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

পর্যটন: কক্সবাজার ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের পর্যটন শিল্পের প্রসারে এই টানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, কর্ণফুলী টানেল বাংলাদেশের আধুনিক অবকাঠামো ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার এক অনন্য সাফল্যের প্রতীক। দক্ষিণ এশিয়ায় নদী তলদেশে নির্মিত প্রথম এই সড়ক সুড়ঙ্গটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সফর

মোঃ ওয়ালীউল্লাহ মারুফ, প্রভাষক (আরবি)

সফর মানে ভালোবাসা,
সফর মানে কাছে আসা,
সফর মানে বহর,
সফর মানে নহর,
সফর মানে ইবাদত,
সফর মানে নিয়ামত,
সফর মানে বন্ধুত্ব,
সফর মানে প্রীতিত্ব,
সফর মানে হাসি,
সফর মানে খুশি,
সফর মানে অভিজ্ঞতা,
সফর মানে মন-মগ্নতা,
সফর মানে স্মারক,
সফর মানে বাহক ,
সফর মানে আলাপন,
সফর মানে বিজ্ঞাপন,
সফর মানে শুরু,
সফর মানে নুরু,

সফর মানে হৃদ্যতা।
সফর মানে বদান্যতা।
সফর মানে টহল।
সফর মানে কোহল।
সফর মানে জিকির।
সফর মানে ফিকির।
সফর মানে খেলা।
সফর মানে মেলা।
সফর মানে দল।
সফর মানে বল।
সফর মানে শিক্ষা।
সফর মানে দিক্ষা।
সফর মানে চলাচল।
সফর মানে তলাতল।
সফর মানে মজা।
সফর মানে খোঁজা।
সফর মানে শেষ।
সফর মানে বেশ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসঃ আল-কুরআন, সুন্নাহ ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ওয়ালী উল্লাহ মারুফ, প্রভাষক (আরবি)

ভূমিকাঃ

মানুষ সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ তাকে যে শ্রেষ্ঠ গুণটি দান করেছেন, তা হলো কথা বলার শক্তি বা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা। ভাষা কেবল কিছু ধ্বনির সমষ্টি নয়, বরং এটি মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও অস্তিত্বের পরিচয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এদেশের বীর সন্তানেরা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা ইসলামের চিরায়ত দর্শনের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পরতে পরতে মাতৃভাষার মর্যাদা ও এর প্রয়োজনীয়তার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. ভাষা: মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত ও মুজিজা

মানুষকে কথা বলার শৈলী শেখানো হয়েছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। পবিত্র কুরআনের সুরা আর-রাহমানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

"তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে (ভাষা)।" সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৩-৪

এখানে 'বায়ান' শব্দের অর্থ হলো মনের গভীরের কথাগুলো সুন্দর ও স্পষ্টভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করা। অর্থাৎ ভাষাজ্ঞান কোনো অর্জন নয়, বরং এটি মানুষের ওপর আল্লাহর একটি প্রাকৃতিক দান।

২. বৈচিত্র্যময় ভাষা: আল্লাহর কুদরতের স্মারক

পৃথিবীতে আজ প্রায় সাত হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত। এই বৈচিত্র্য কেন? আল্লাহ নিজেই এর উত্তর দিয়েছেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" সূরা আর-রূম, আয়াত: ২২

এই আয়াতে আল্লাহ ভাষাকে একটি 'আয়াত' বা 'নিদর্শন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই মাতৃভাষাকে তুচ্ছজ্ঞান করা বা এর কণ্ঠরোধ করা সরাসরি আল্লাহর সৃষ্টির কৌশলের বিরোধিতা করার শামিল।

৩. ইতিহাসের পাতায় অমর একুশ: ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকেই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা সংখ্যাগুরু বাঙালির ভাষা 'বাংলা'র ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৮ সালে কার্জন হলে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঘোষণা করেন, "Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan", তখনই বাংলার ছাত্র-জনতা "না" ধ্বনিতে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

এই আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮)। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন রাজপথে নেমে আসে, তখন পুলিশের গুলিতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার ও শফিউরসহ নাম না জানা অনেক বীর শহীদ হন। রাজপথ রঞ্জিত হয় লাল রক্তে। এই আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি; ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো এবং ২০০০ সালে জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের শহীদদের আত্মত্যাগকে বিশ্ব দরবারে অমর করে রাখে।

৪. মাতৃভাষার মাধ্যমে হেদায়েতের পথপ্রদর্শন

ইতিহাস সাক্ষী, আল্লাহ যত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তার সবই ছিল তৎকালীন জাতির মাতৃভাষায়। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"আমি প্রত্যেক রাসুলকে তাঁর নিজ জাতির ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।" সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা ও প্রচার কেবল জায়েজ নয়, বরং এটিই হলো নবিদের পথ (মানহাজে আম্বিয়া)।

৫. বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের মাতৃভাষা আরবির বিশুদ্ধতার ওপর অনেক গুরুত্ব দিতেন। হাদিস শরিফে এসেছে:

أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ بيد أني من قريش

"আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধ 'দাদ' (অর্থাৎ আরবি) উচ্চারণকারী, কারণ আমি কুরাইশ বংশের সন্তান।"

রাসুলুল্লাহ (সা.) সবসময় স্পষ্টভাবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতেন। তিনি অশ্লীল বা বিকৃত ভাষার প্রয়োগ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ইসলামি প্রেক্ষিত

২১শে ফেব্রুয়ারির মূল চেতনা ছিল 'অধিকার আদায়'। ইসলামে নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করাকে অত্যন্ত মর্যাদাকর কাজ হিসেবে দেখা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হলো সর্বোত্তম জিহাদ।" আবু দাউদ

১৯৫২ সালে তৎকালীন শাসকের অন্যায্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালির গর্জে ওঠা ছিল মূলত সত্য ও ন্যায়েরই প্রতিফলন। সুতরাং ভাষা শহীদদের সেই আত্মত্যাগ ইসলামের মহান ইনসাফ ও আত্মমর্যাদাবোধের আদর্শের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপসংহার:

মাতৃভাষা হলো আমাদের আত্মিক ও জাতীয় অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের উচিত বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা করা, এর সম্মান রক্ষা করা এবং একই সাথে পৃথিবীর সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। একজন প্রকৃত মুমিন হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা এবং এর মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মহান আল্লাহ আমাদের মাতৃভাষাকে সঠিক ও সুন্দরভাবে ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা সফরের গুরুত্ব

মোঃ ইসমাইল হোসাইন, মিল ১ম পর্ব

ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নবী করিম (সা:) বলেছেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ।" (সহীহ ইবন মাজাহ, হাদিস ২২৪) শুধু ক্লাসরুমের জ্ঞান বা পাঠ্যবই পড়া যথেষ্ট নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আরও স্থায়ী ও কার্যকর। ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ বা শিক্ষা সফরকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষা সফরের গুরুত্ব ভ্রমণের প্রতি কুরআনের নির্দেশনা কুরআনে বলা হয়েছে:

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ "পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো পূর্ববর্তী জাতির পরিণতি কিরূপ ছিল।" (সুরা আন-নামল: ৬৯) এছাড়া সুরা আল-আনকাবুত ২০নং আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

قُلِ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ "বলুন: পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, তিনি কিভাবে সৃষ্টি শুরু করেছেন।" অর্থাৎ, ভ্রমণ শুধুমাত্র আনন্দের জন্য নয়, বরং চিন্তাশক্তি এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য। সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি আল্লাহ বলেন:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا "তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, যাতে তারা উপলব্ধিকারী হৃদয় ও শ্রবণযোগ্য কানের অধিকারী হয়?" (সুরা হজ্জ: ৪৬) এছাড়াও সুরা জুমার ১০নং আয়াতে বলা হয়েছে:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ "তিনি যিনি পৃথিবী তোমাদের জন্য সহজ করেছেন, তাই এর পথ চলো এবং তাঁর দেওয়া রিজিক খাও।"অর্থাৎ পৃথিবীতে ভ্রমণ মানুষের চিন্তাশক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কুরআন আমাদের নির্দেশ দেয় পূর্ববর্তী জাতির নিদর্শন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে:

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ "পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণতি কী হলো।" (সুরা আন-নামল: ৬৯)

একইভাবে সুরা ফাতির ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে:

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ "তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখেনি পূর্ববর্তী জাতির পরিণতি কিরূপ ছিল?" এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে, শিক্ষা সফর শুধুমাত্র নতুন জায়গা দেখার জন্য নয়, বরং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম। আল্লাহর কুদরত দর্শন ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ সরাসরি আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টির নিখুঁততা দেখতে পারে।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ "এটি তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্য।" (সুরা রুম: ২২) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভয় ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান অর্জনের সওয়াব নবী করিম (সা:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধানে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (সহীহ মুসলিম) শিক্ষা সফর জ্ঞান অর্জনের একটি উত্তম মাধ্যম। এতে পাঠ্যবইয়ের সীমাবদ্ধতার বাইরে মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আল্লাহর নিদর্শন কুরআন বায়ান করেছে:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ "নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন—এগুলো বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন।" (সুরা বাকারাহ: ১৬৪) শিক্ষা সফরের মাধ্যমে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আল্লাহর নিখুঁত পরিকল্পনা বোঝা যায়। ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি প্রকৃতির সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য এবং ইতিহাসের নিদর্শন দেখা মানুষের ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে। সৃষ্টির নিখুঁত বিন্যাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে ভ্রমণ, মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা তৈরি করে।

শিক্ষা সফরের আদব ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য: জ্ঞান অর্জন, আল্লাহর সন্তুষ্টি, এবং নফসের পরিশুদ্ধি।

আচরণ: ভ্রমণের সময় হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা, নামাজের সময় ঠিক রাখা, এবং শালীনতা বজায় রাখা।

সামাজিক নৈতিকতা: সহপাঠী ও মানুষের সাথে ভদ্র, সৌজন্যপূর্ণ ও বিনয়ী আচরণ।

শিক্ষা সফর বা 'সফর' ইসলামের দৃষ্টিতে একটি ইবাদত, যদি এর উদ্দেশ্য হয় জ্ঞান অর্জন, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি এবং আল্লাহভীরুতা অর্জন। এটি মানুষকে বাস্তব অভিজ্ঞতা, ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, এবং আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়া দেয়। কেবল পাঠ্যবই নয়, বাস্তব দুনিয়ার পর্যবেক্ষণ জ্ঞানকে শক্তিশালী করে। ভ্রমণের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ঈমান বৃদ্ধি ও তাকওয়া বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

উপসংহার: শিক্ষা সফর ইসলামে একটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হয়। এটি কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থী

সাইদুল ইসলাম, সহকারী মৌলবী (আরবি)

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থী (طَالِبُ العِلم) কেবল জ্ঞান গ্রহণকারী নয়—বরং সে একটি ইবাদতের পথে অগ্রসরমান মানুষ। কুরআন–সুন্নাহতে শিক্ষার্থীর মর্যাদা, দায়িত্ব ও আদব খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১. শিক্ষার মর্যাদা

ইসলামে শিক্ষা অর্জন ফরজ:

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।" (আল-হাদিস)

আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান?" (সূরা যুমার: ৯) অর্থাৎ শিক্ষার্থী আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন।

২. শিক্ষার্থী আল্লাহর পথে

রাসূল ﷺ বলেন:

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম)

➞একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ সত্য জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত থাকে, সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।

৩. শিক্ষার্থীর আদব ও চরিত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা চাই—
ইখলাস (শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শেখা), তাওয়াজু (নম্রতা), সবুর (ধৈর্য)
শ্রদ্ধাবোধ (শিক্ষক ও জ্ঞানের প্রতি), আমল (শেখা অনুযায়ী কাজ করা)
ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: "ইলম শেখার আগে আদব শেখ।"

৪. শিক্ষার্থী ও দায়িত্ববোধ

শিক্ষার্থীর দায়িত্ব শুধু পড়া নয়—
নিজের চরিত্র গঠন করা, সমাজে ন্যায়ের পথে চলা, অর্জিত জ্ঞান মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা।
কারণ, "সবচেয়ে উত্তম মানুষ সে, যে মানুষকে উপকার করে।"

৫. ইসলামে শিক্ষার্থীর সম্মান

ফেরেশতারা শিক্ষার্থীর সন্তুষ্টির জন্য ডানা মেলে দেয়, আসমান ও জমিনের সব সৃষ্টি তার জন্য দোয়া করে (হাদিস)

উপসংহার

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থী হলো—
একজন ইবাদতকারী, ভবিষ্যতের আমানতদার ও সমাজের আলোকবর্তিকা।

দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা

মোঃ নাহিদ হাসান, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

পরিচিতি

চট্টগ্রাম নগরীর শোলাশাহার এলাকায় অবস্থিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন, সুপরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই প্রতিষ্ঠান দ্বীনি শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, চরিত্র ও নৈতিকতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু পরীক্ষাকেন্দ্রিক নয়; বরং একজন শিক্ষার্থীকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

প্রতিষ্ঠাকাল ও ইতিহাস

এই মাদরাসাটি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় সংস্কারক হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.)। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি তাঁর আজীবন সাধনা ও দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলেই এই মাদরাসার যাত্রা শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠার শুরুতে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও আকিদাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও সময়ের সাথে সাথে পাঠ্যক্রম বিস্তৃত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান ইবতেদায়ী থেকে কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তর পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দীর্ঘ পথচলায় এই মাদরাসা শুধু চট্টগ্রাম নয়, বরং সারাদেশে একটি সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই মাদরাসার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—

১. কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ ও সহিহ ইসলামি শিক্ষা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিক আকিদা ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা, শালীনতা, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হবে।

৩. দ্বীনি জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা, যাতে তারা সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

৪.শিক্ষক মণ্ডলী:এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো এর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ, দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে আন্তরিক শিক্ষক মণ্ডলী।

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাব্যবস্থা

প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য ছাত্র এই মাদরাসায় ভর্তি হয়। আবাসিক ও অনাবাসিক উভয় ব্যবস্থাই এখানে চালু রয়েছে, মাদরাসায় ধারাবাহিকভাবে নিম্নলিখিত স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়—১. ইবতেদায়ী (প্রাথমিক স্তর) ২. দাখিল (মাধ্যমিক স্তর) ৩. আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) ৪. ফাযিল (স্নাতক স্তর) ৫. কামিল (স্নাতকোত্তর স্তর)

ফলাফল ও অর্জন

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা শিক্ষার মান ও ফলাফলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

১. দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত সন্তোষজনক ও গৌরবজনক ফলাফল অর্জন করছে।

২. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য প্রদর্শন করছে।

৩. বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থী বর্তমানে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় দায়িত্ব ও সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুনামের সাথে অবদান রাখছে।

অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা

মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে—

১. সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষ, যা পাঠদানের জন্য উপযোগী।

২. সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, যেখানে ইসলামি ও সাধারণ বিষয়ে পর্যাপ্ত বই রয়েছে।

৩. আবাসিক হোস্টেল সুবিধা, যা দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক।

৪. কম্পিউটার ও আইসিটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যা আধুনিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

৫. নিরাপদ, শান্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ।

শিক্ষাদর্শন ও পাঠদান পদ্ধতি

১. বোঝাপড়াভিত্তিক পাঠদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

২. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনাভিত্তিক ক্লাসের মাধ্যমে চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করা হয়।

৩. নিয়মিত দোয়া, আদব ও আমলের মাধ্যমে শিক্ষাকে জীবনের সাথে যুক্ত করা হয়।

নৈতিক ও চরিত্র গঠন কার্যক্রম

এই মাদরাসার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব। এখানে—

১. আদব, আখলাক ও ইসলামী শিষ্টাচার শেখানো হয়।

২. শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩. সামাজিক আচরণ ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়।

শিক্ষার্থীরা এখানে—

১. কিরাআত, হামদ-নাত ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।
২. বিতর্ক, বক্তৃতা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়।
৩. জাতীয় ও ধর্মীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করে।

লাইব্রেরি ও গবেষণা পরিবেশ

মাদরাসার লাইব্রেরিতে—
১. কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ ও আকিদা বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে।
২. আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সহায়ক বই পাওয়া যায়।
৩. উচ্চতর স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণামূলক পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে।

ভূইঘর মাদরাসার ছাত্ররা এখানে শিক্ষাসফরে কেন আসবে?

শিক্ষাসফর বা শিক্ষাভ্রমণের জন্য এই মাদরাসা একটি আদর্শ স্থান। এখানে এসে ছাত্ররা—
১. ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ প্রত্যক্ষ করবে এবং একটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ইতিহাস ও অবদান সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করবে।
২. আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা নেবে এবং শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার বাস্তব চর্চা দেখতে পাবে।
৩. দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় কীভাবে বাস্তবে কার্যকর করা যায়, তা কাছে থেকে বুঝতে পারবে।
৪. নৈতিকতা, আত্মসংযম ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে, যা তাদের ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলবে।
৫. মাদরাসার সাফল্য, পরিবেশ ও ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে, নিজের ভবিষ্যৎ পথচলা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা গড়ে তুলবে।

জন্ম হোক যথা
কর্ম হোক তথা ভাল।

মুসল্লি চেনা যায় ফজরে
মানুষ চেনা যায় সফরে।

Study tour to Cox's Bazar: Observe 10 tourist attractions within one

Fatima Khanam, Lecturer (English)

"Journey through the world and behold the mysteries of Allah Almighty's creation."Sura: Al- Araf.
"Across the earth, there are innumerable sings for those who believe". Sura: Jariat (verse: 20).
"Whoever under takes knowledge, Allah smoothes for him the road to paradise for the seeker of knowledge, the angles humbly spread their wings in honor" (Abu Doud)
In the Quran & Hadith, emphasis has been placed on travelling to the remarkable places of the world in order to reflect upon and realize the sings of Allah. Cox's Bazar is one of the most popular tourist destinations in Bangladesh. Because it is full of blessed with natural & man made resources.
The naming of Cox's Bazar:
A name Rooted in History one part of the ancient Arakan Kingdom, Cox's Bazaar was known as Panowa meaning "Yellow Flower," and later as Palongki. The town was named after captain Hiram Cox's Bazar of the British East India Company. Established as a thana in 1854 and a municipality in 1869 Cox's Bazar gained fame during the British era as a charming sea-side destination & continues to enchant traveler today. In modern age, it has ten scenic spots.

1. Cox's Bazar Sea Beach:

 The biggest sea-beach in the Asia and the world's longest Natural Beach.
 Nestled on Bangladesh's South eastern coast.

 Cox’s Bazar stretches a stunning 120 Km (75 miles) along the Bay of Bengal.
 Famous for its uninterrupted golden sands, breath taking views and vibrant natural beauty.
 The fresh sea breeze, golden sunrise & sunset, blue waves and a barefoot walk by the shore bring a new joy of life.

2.Him Chari :

Waterfall and the Surrounding hills are yet another wonder of nature. Located about 12 Km south from Cox’s Bazar town, the hike along the hilly path and the sight of water cascading down from the peak often a deeply soothing & refreshing experience for the mind.

3. Inani Beach:

 Located 28 Km south of Cox’s Bazar Sea Beach.
 Famous for its green & black coral stones.
 Relatively calm & quiet making it an ideal haven of peace & tranquility for visitors.

4. Saint Martins Island:

 A coral Island where water based adventures comes alive.
 It can be reached by sea from Cox’s Bazar Sea Beach.
 Famous for its crystal clear blue water, coral reefs, & rich marine biodiversity.
 By scubas driving visitors can explore the fascinating underwater world.

5. Ramu Buddhist Temple:

Another notable tourist attraction of Cox’s Bazar located in Ramu reflect the rich
heritage & cultural tradition of Bangladesh.

6. Maheskhali Island:

 A unique meeting point of hills, mangrove forests and the sea.

 Home to Kutub Jum Mosque, Adinath Temple as well as several important Buddhist & Hindus religious sites.

 Boat rides through the mangrove forest for areas & climbing to the hilltops to enjoy panoramic views of the sea often travelers a truly wonderful & memorable experience.

7.Sonadia Island: Offers secluded natural beauty, tranquility, a vast uninhabited coastline, blue waters and rolling sea waves creates a mesmerizing environment for travelers to enjoy.

8. Four attractive points:

I. Dolphin point: In dolphin points visitors can enjoy the playful dolphins in the sea.

II. Laboni point: Features shops offering local handicrafts and marine products.

III. Kalatoli point: Provides hotels & restaurants for tourist and it is an ideal place to enjoy the soothing sea breeze & the sound of waves at sunset.

IV. Sugandha point: Hosts the popular Barmise market where products imported from Myanmar, Thailand and China are available. Additionally, it has a hanging restaurant that offers tourists a unique experience.

9. Sunrise & Sunset: A spectaculars sight:

Witnessing the 1st light of the sun over the sea or seeing the sun sink into the horizon creates moments that captivate the hearts of visitors.

10. Teknaf: It is located further to the south, is also a haven of biodiversity where the forest and the sea meet.

Along with enjoying the beauty of the Teknaf River, the sea and surrounding hills, visitors can also encounter rich biodiversity within its forested areas.

Best time to visit:

The ideal time to travel is from October to March. During this period, the weather remains comfortable warms and pleasant making it suitable for sea bathing and other tourist activities.

How to reach:

By the three ways, the visitors can reach Cox's Bazar.

I. By road- direct bus services from Dhaka and Chottagram.

II. By railway: Recently railway services are available from Dhaka and Chottagram to Cox's Bazar.

III. By air travel: Direct air travel through Dhaka and Cox's Bazar International Air Ports.

The purpose of travel: is to observe the signs of Allah, to seek learning's and acquire knowledge and to attain inner purification and self-realization.

From the above discussion, it can be said that study tour to Cox's Bazar Sea Beach is not just about taking a holiday or watching the sun rise and sun set; it is about getting close to nature, finding mental peace, walking beside the pine forests, observing the red crabs, and contributing to the local economy by supporting and sustaining the tourism industry. Therefore, I believe that whether one is a nature lover, a culture enthusiast or in search of spirituality Cox's Bazar Sea Beach is a heavenly destination for everyone

A Reflection on My Teaching Journey and Experience at Buighar Madrasah

Md. Nahid Hasan, Assistant Teacher (English),

Personal Introduction and Appointment

My name is Md. Nahid Hasan. I was appointed as an Assistant Teacher of English through the 18th (NTRCA) Teachers' Registration Examination at **Buighar Darussunnah Islamia Kamil Madrasah** on 28 August 2025. This appointment is a great milestone in my professional life. From the beginning, my dream was to work as an English teacher in a reputed madrasah where I could serve students with sincerity and dedication. Alhamdulillah, Allah has granted my wish, and I have been working here happily for the last few months. This institution has given me the opportunity to grow both professionally and personally.

Vision and Teaching Motivation

Teaching English in a madrasah has always been my passion. I strongly believe that English proficiency is essential for madrasah students to face the modern world with confidence. My goal is to make English learning easy, interesting, and practical for the students. I try my best to improve their speaking, reading, writing, and listening skills through friendly classroom interaction. Sharing my knowledge and seeing students improve gives me great satisfaction and remembering Robert Frost lines,

"And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep."

My First Impression on Madrasah Environment and Campus Facilities

My very first impression on the surrounding environment of Buighar Darussunnah Islamia Kamil Madrasah is very neat, organized, and student-friendly. The campus is well-decorated with flower gardens and greenery, which creates a calm and positive atmosphere for learning. The clean classrooms and disciplined surroundings help students stay focused on their studies. Such a beautiful and well-maintained environment truly reflects the commitment of the authority toward quality education.

Institutional Cooperation and Support

I am fortunate to work under the guidance of an experienced and visionary Principal. The Governing Body members are supportive and cooperative, always encouraging academic and co-curricular development. My senior teachers are sincere, friendly, and helpful. From the very beginning, they have supported me in my duties, shared their experiences, and helped me adapt smoothly to the institution. This strong teamwork has created a healthy and respectful professional environment.

Academic and Co-curricular Activities

Along with regular classroom teaching, I have actively participated in various academic and co-curricular activities of the madrasah. I have been involved in organizing and conducting English competitions to develop students' language skills and confidence. I also participated in the Eid-e-Miladunnabi book fair visit, which helped students enrich their knowledge and moral values. In addition, I took part in the annual result publication programs and other institutional events.

Moreover, I have been serving as a Scout Leader, where I work closely with students to develop discipline, leadership, teamwork, and social responsibility. Through scouting activities, students learn practical life skills, moral values, and a sense of duty toward society. This role has allowed me to contribute beyond the classroom and support the overall character development of the students.

Prize Giving and Achievements

In the annual sports competition of the madrasah, I was honored to receive two prizes. These achievements encouraged me and inspired me to stay actively involved in institutional activities. Such recognition increases motivation and strengthens the bond between teachers and the institution.

Classroom Experience and Student Performance

I teach students from Ebtedayi and Dakhil levels. The students are respectful, attentive, and eager to learn. I try to maintain a friendly and disciplined classroom environment so that students feel comfortable asking questions and participating in lessons. Their progress and improved results in English have been very satisfying. Seeing students gain confidence in English motivates me to work harder.

My Future Commitment

Overall, my experience at Buighar Darussunnah Islamia Kamil Madrasah has been very positive and enriching. The supportive environment, cooperative colleagues, and enthusiastic students make this institution a special place to work. InshaAllah, I will continue to serve this madrasah with honesty, dedication, and responsibility, and I hope to contribute more to the academic excellence and reputation of the institution in the future.

স্বাধীনতা কমপ্লেক্স (মিনি বাংলাদেশ)

মাওলানা মোহাম্মাদ ফেরদাউস, সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান)

আপনি যদি বাংলাদেশের সকল স্থাপনা একসাথে একটি পার্কে দেখতে চান তবে অবশ্যই চলে যেতে হবে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে অবস্থিত মিনি বাংলাদেশে (স্বাধীনতা কমপ্লেক্স)। কি নেই এখানে? বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর মিনি ভার্সন নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে মিনি বাংলাদেশ। সংসদ ভবন থেকে শুরু করে কান্তজীর মন্দির, আহসান মঞ্জিল, সুপ্রিম কোর্ট, ষাটগুম্বজ মসজিদ ইত্যাদি। মিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থাপনার পাশাপাশি রয়েছে চট্টগ্রামের সংস্কৃতির নান্দনিক উপস্থাপনা। একই স্থানে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনার স্বপ্নপুরী এই মিনি বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা কমপ্লেক্স (মিনি বাংলাদেশ) এর পরিচয়: এটা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত। এটি মূলত একটি থিম পার্ক যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোকে অবিকল নতুন করে রূপায়ণ করা হয়েছে। এটা চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানাধীন বহদ্দারহাট বাস টার্মিনালের পাশেই অবস্থিত। এটির উত্তর-পূর্ব পাশে কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অবস্থিত।

নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা:

২০০৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে শহীদ জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এটিকে স্বাধীনতা কমপ্লেক্স নামে নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর সমন্বয়ে থিম পার্ক হওয়ায় এটি মিনি বাংলাদেশ নামে পরিচিত লাভ করে।

বিবরণ:

স্বাধীনতা কমপ্লেক্সে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন, আহসান মঞ্জিল, সুপ্রিম কোর্ট, কৃত্রিম জলরাশি, কার্জন হল, কান্তজীর মন্দির, দরবার হল, বড়কুঠি, ছোটকুঠি, ছোট সোনা মসজিদ, লালবাগ কেল্লা, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহিদ মিনার, সেন্ট নিকোলাস চার্চ, চিরন্তন পল্লি, ট্রেনের নিচে ব্রিজ, ছয়টি কিউচ (বসার স্টল), পাঁচটি পানির ফোয়ারা ও তিনটি কিডস জোন। এছাড়াও রয়েছে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সাথে মিল রেখে ৭১ মিটার বা ২৩০ ফুট উচ্চতার স্বাধীনতা টাওয়ার। স্বাধীনতা টাওয়ারে রয়েছে একটি রিভলভিং রেস্টুরেন্ট (ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ)। ২৩ তলা উচ্চতায় অবস্থিত এই রেস্তোরা থেকে এক নজরে পুরো চট্টগ্রাম শহর, কর্ণফুলী নদী এমনকি বঙ্গোপসাগরও দেখা যায়।

মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে চোখে পরবে জাতীয় সংসদ ভবন। ভবনের নিচে আছে কৃত্রিম লেক যেখানে নৌকা ভ্রমণ, নাইন ডি মুভি প্রদর্শন, রেলগাড়িসহ বিভিন্ন রাইডসের ব্যবস্থা রয়েছে। আর বা পাশে তাকালে চোখে পরবে আধুনিক স্থাপত্যের ছোঁয়ায় তৈরি ঘূর্ণায়মান 'রিভলবিং রেস্টুরেন্ট'। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে ২৪ তলা বিল্ডিং সমান উঁচু প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চতার দেশের প্রথম ঘূর্ণায়মান রেস্তোরা।

এই টাওয়ারটিতে দাঁড়িয়ে সমগ্র চট্টগ্রাম শহর দেখা যায়, আরো দেখা যায় কর্ণফুলী নদীর মোহনা, চিটাগাং এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। আর ডান পাশে তাকালে

দেখা পাবেন সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ঢাকার সদরঘাটের আহসান মঞ্জিল, ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, বাগেরহাটের সোনা মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, বড় কুঠি, ছোট কুঠি, রংপুরের পাহাড়পুর বিহার, সেন্ট নিকোলাস চার্চ, ঢাকার লালবাগ কেল্লা, দরবার হল ও হাইকোর্ট বিল্ডিং।

সোনা মসজিদটিতে আছে মুসলিম দর্শনার্থীরা নামাজের সু ব্যবস্থা। আহসান মঞ্জিলের নিচতলার একপাশে অফিস। আরেকপাশে অপার বিস্ময় নিয়ে বসে আছে দুর্লভ একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। এখানে দর্শনার্থীরা বসে বই পড়তে পারেন। রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ট্রাইবাল হাউজ মডেল যেমন বাঁশের তৈরি কুঁড়ে ঘর, মাটির ঘরের আদলে ছোট কুঠির ও দ্বিতল কুঠির। পার্কের ভিতরে শিশুদের জন্য আছে পৃথক তিনটি কিডস জোন। শিশুসহ বিনোদন পিপাসুদের জন্য আছে মিনি ট্রেন, পেডেল ট্রেন, ফ্যামিলি কোস্টার, প্যাডেল বোট, বেবি ক্যাসেল, বেলুন হুইল, মনোরেল, বাম্পার কার, মিউজিক সুইং, আরবি ট্রেন। সব মিলে বিনোদনের জন্য বা মনকে ভালো করার জন্য চমৎকার একটি স্থান এই মিনি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম।

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।

ইতিহাসঃ পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপালদেব অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন।

পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্ম শিক্ষাদান কেন্দ্র ছিল।

আহসান মঞ্জিল।

ইতিহাসঃ আহসান মঞ্জিল পুরনো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গণি।তিনি তার পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-র নামানুসারে এর নামকরণ করেন।১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে আহসান মঞ্জিলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

লালবাগ কেল্লা।

ইতিহাসঃ লালবাগের কেল্লা (কেল্লা আওরঙ্গবাদ নামে পরিচিত ছিল) ,বাংলাদেশের ঢাকার , দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ১৭ শ শতকে নির্মিত একটি অসমাপ্ত মুঘল দুর্গ স্থাপনা। এটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ১৬৭৮ সালে ,মুঘল সুবাদার মুহাম্মদ আজম শাহ কতৃক

ছোট সোনা মসজিদ

ইতিহাসঃ ছোট সোনা মসজিদ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে পিরোজপুর গ্রামে এ স্থাপনাটি নির্মিত হয়েছিল, যা বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার অধীনে পড়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাসফর: ভ্রমণ, না কি মানুষ হয়ে ওঠার পাঠ?

কামরুল হাসান, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বাংলাদেশের শিক্ষাসফর সম্পর্কে বুঝতে হলে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান এমন কিছু দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফর সম্পর্কে জেনে নিলে বিষয়ের সামঞ্জস্যতা বুঝতে সহজ হবে। পাশাপাশি তাদের শিক্ষাসফরের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিফলনতার সঙ্গে আমাদের শিক্ষাসফরের উদ্দেশ্য ও প্রতিফলন সহজেই তুলনা করতে পারবো।

জাপানের শিক্ষাসফর:

জাপানে শিক্ষাসফরকে (বইয়ের পাতার বাইরে বেরিয়ে আসা) এক নীরব পাঠশালা মনে করা হয়। জাপানিজরা শিক্ষা শিক্ষাসফরকে বলে "শুগাকু রিওকো।" এটি 'ছাত্রদের জীবনে'র প্রথম বড় যাত্রা, যেখানে ব্যাগের ভেতর জামাকাপড়ের চেয়েও বেশি থাকে শৃঙ্খলা, দায়িত্ব আর একসাথে থাকার শিক্ষা।

জাপানে শিক্ষাসফর কোনো হঠাৎ সিদ্ধান্ত নয়। এক বছর আগেই তার বীজ বোনা হয় স্কুলের ক্যালেন্ডারে, শিক্ষার্থীর মনে ও অভিভাবকের বিশ্বাসে।

সফরের আগে বহু ক্লাস চলে। কোথায় যাবে, কেন যাবে, কী শিখবে, কীভাবে আচরণ করবে ইত্যাদি। সফরে ছাত্ররা দলভিত্তিক দায়িত্ব পায়। কেউ সময়রক্ষক, কেউ পথনির্দেশক, কেউ স্বাস্থ্য দেখভালকারী। এ যেন ক্ষুদ্র এক সমাজ, যেখানে সবাই নাগরিক। এই সফরে শিক্ষক হাত ধরে চালান না। বরং দূরে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের উপর বিশ্বাস রাখেন।এই সফরের আগে শিক্ষার্থীরা শেখে কীভাবে ট্রেনে চুপ থাকতে হয়, কীভাবে লাইনে দাঁড়াতে হয়, কীভাবে নিজের কাজ নিজে সামলাতে হয়। ভ্রমণের গন্তব্য শুধু পাহাড় বা সমুদ্র নয়। কারখানা, জাদুঘর, ঐতিহাসিক স্থান, পারমাণবিক স্মৃতি, প্রযুক্তির জন্মকথা সবই পাঠ্যবইয়ের জীবন্ত অধ্যায়। হোটেলে গিয়ে কেউ কারও কাজ করে দেয় না ছাত্ররাই ঘর গোছায়, নিজের খাবার ভাগ করে নেয়, সময় মেনে আলো নিভিয়ে দেয়।

জাপানের শিক্ষার্থীদের কাছে স্বাধীনতা মানে দায়িত্ব। তাদের শিক্ষাসফরে নেই হৈচৈ, নেই বিশৃঙ্খলা। আনন্দ থাকে, উল্লাস থাকে, কিন্তু সব থাকে সম্মানবোধে বাঁধা। জাপানের শিক্ষাসফর তাই একটি দেশের চরিত্র গড়ার নীরব কারিগর— যেখানে ভ্রমণ শেষে ছাত্ররা ফিরে আসে আরও একটু মানুষ হয়ে।

ফিনল্যান্ডের শিক্ষাসফর:

ফিনল্যান্ডে শিক্ষাসফর মানে বাসে চড়ে দূরে যাওয়া নয়, বরং শ্রেণিকক্ষের দেয়াল ভেঙে জীবনের ভেতরে ঢুকে পড়া। ফিনিশরা শিক্ষাসফরকে বলে Learning Journey. এটা ভ্রমণ নয়, শেখার পথচলা।

ফিনিশ শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে যায় পাঠ্যসূচির হাত ধরে। সেখানে একসাথে শত শত শিক্ষার্থী সফরে যায় না, বরং অল্প ক'জন যায় যাতে শিক্ষক প্রতিটি কণ্ঠ শুনতে পারেন। শিক্ষাসফরের মাধ্যমে ফিনিশ শিক্ষার্থীদের মনে জন্ম নেয় এক উপলব্ধি। প্রতিবার সফর থেকে ফেরার পর

শিক্ষার্থীরা লেখে প্রতিফলন, আঁকে ছবি, বানায় গল্প-কবিতা। ফিনিশ শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকৃতিই বড় শিক্ষক।

ফিনল্যান্ডের শিক্ষাসফরে বন, তুষার, হ্রদ সবই পাঠ্যবই। তারা গাছের ছায়ায় বসে শেখে জীববিজ্ঞান, নীরব প্রকৃতির ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে মনুষ্যত্ব। সমতার দর্শন, ধনী-গরিবের ভেদ নেই সেখানে। খরচের ভার নেয় রাষ্ট্র বা স্কুল, কারণ শেখার অধিকার কোনো পরিবারের সামর্থ্যের ওপর দাঁড়ায় না। এই কারণেই ফিনল্যান্ডে শিক্ষাসফর মানে এক দিনের ভ্রমণ নয় বরং একটি আজীবনের বোধ, যা শিশুর ভেতরে নীরবে বলে যায়—'শিক্ষা জীবন থেকে আলাদা নয়, জীবনই আসলে শিক্ষা।'

দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষাসফরঃ

দক্ষিণ কোরিয়ায় শিক্ষাসফর মানে এক ধরনের শৃঙ্খলিত যাত্রা। যেখানে সময়, লক্ষ্য আর দল সবকিছু ছন্দে বাঁধা। সপইসঙ্গে তাদের শিক্ষাসফরেই গড়ে ওঠে নাগরিক শৃঙ্খলা। একজনের ভুল যেন দলের ক্ষতি না করে এই বোধ শিশুকালেই শেখানো হয়।

কোরিয়ানরা সাগর-হ্রদে খুব একটা যায়না। তারা ইতিহাস জানতে যায় প্রাচীন প্রাসাদে, স্বাধীনতা আন্দোলন জানতে স্মৃতিসৌধে আর বিজ্ঞান জানার ক্ষুধায় চলপ যায় আধুনিক গবেষণা কেন্দ্র বা প্রযুক্তি পার্কে। প্রতিটি সফরের পেছনে থাকে নির্দিষ্ট শিক্ষালক্ষ্য। তাদের কাছে ভ্রমণ নয়, উদ্দেশ্যই মূল। তাই সফর থেকে ফেরার পর শুরু হয় আরেক পাঠ। শিক্ষার্থীরা রিপোর্ট লেখে, উপস্থাপন করে। কখনো চলে দলগত আলোচনা। কি দেখল, কি ভাবল আর ভবিষ্যতের জন্য কী শিখল সবই ধরা পড়ে লেখার খাতায়।

আধুনিকতা আর প্রতিযোগিতার ছায়া কোরিয়ার শিক্ষাসফর ভবিষ্যতমুখী। আইটি সেন্টার, রোবটিক্স ল্যাব, স্টার্টআপ হাব শিশুর মনে আগেভাগেই বুনে দেওয়া হয় স্বপ্ন, দক্ষতা আর প্রতিযোগিতার বীজ। এইভাবেই শতকের পর শতক ধরে চলছে দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষাসফর।

আমাদের শিক্ষাসফরঃ

একেক দেশে শিক্ষাসফর একেক ভাষায় কথা বলে। জাপানে যা নীরব পাঠশালা,

ফিনল্যান্ডে তা জীবন ছুঁয়ে শেখা। আর দক্ষিণ কোরিয়ায়নরা দেখে লক্ষ্যভেদী ভবিষ্যতের মহড়া হিসেবে।

আর বাংলাদেশে? আমাদের শিক্ষাসফর বেশিরভাগ সময় থামে এক দিনের আনন্দে, কিছু ছবি আর ক্লান্ত ফেরার গল্পে। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাসফর সাধারণত হঠাৎ জন্ম নেয়।পরীক্ষা শেষে, অবসরের ফাঁকে, "চলো ঘুরে আসি" ভাবনার ছায়ায়। কোথায় যাব, কেন যাব, কী শিখব এই প্রশ্নগুলো অনেক সময় পথেই হারিয়ে যায়। বাসভর্তি শিক্ষার্থী, হাসি-চিৎকার, গান। যেখানে শিক্ষক থাকপন শাসক ও রক্ষকের ভূমিকায়। আমাদের শিক্ষার্থীরা জাপানিজ, ফিনিশ বা কোরিয়ানদের মতো সফর শেষে ফিরে এঁকে বা গল্পের মাধ্যমে ভাবনার প্রকাশ করে না। বরং তারা খোলে ফেসবুক, ছবির অ্যালবাম, ক্যাপশন আর স্মৃতির তাড়াহুড়ো।

দক্ষিণ কোরিয়ায় শিক্ষাসফর একটি লক্ষ্যভেদী পরিকল্পনা, আমাদের সেখানে থাকে উল্লাশ। আমাদের সফরে আনন্দ আছে কিন্তু পরিকল্পনা কম। উল্লাস আছে, কিন্তু প্রতিফলন নেই। ভ্রমণ আছে, কিন্তু শিক্ষালক্ষ্য ঝাপসা।

বাংলাদেশের শিক্ষাসফর যদি জাপানের মতো দায়িত্ব শেখায়, ফিনল্যান্ডের মতো জীবন ছুঁতে শেখায়, আর কোরিয়ার মতো ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে শেখায় তবে একদিন আমাদের শিক্ষাসফরও শুধু ছবি নয়, মানুষ তৈরি করবে।

ইলম ও পর্দার আলোকচ্ছটায়
বইমেলায় শিক্ষাসফর-২০২৫

মানসুরা রহমান, সহকারী শিক্ষক (আরবি)

২০২৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আমাদের শিক্ষাজীবনে যুক্ত হয় একটি স্মরণীয় ও বরকতময় শিক্ষা সফর। আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান ভুইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা–এর উদ্যোগে আমরা বায়তুল মোকাররমে একটি সুশৃঙ্খল শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। এই সফরটি ছিল ইলম, ইবাদত, পর্দা ও ইসলামী আদবের বাস্তব অনুশীলন।

দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে দুটি বাসে করে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। সফরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন অত্র মাদরাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) জনাব মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ হুজুর, সম্মানিত সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহিন খন্দকার,৭ জন পুরুষ শিক্ষক (হুজুর) এবং এর সাথে আমরা ৫জন মহিলা শিক্ষক ছিলাম। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে উর্ধ্বতন শ্রেণির মধ্যে থেকে বালিকা শিক্ষার্থীরা এই সফরে অংশগ্রহণ করে। বালিকা শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মহিলা শিক্ষকগণ, আর বাস যাত্রায় তাদের গাইড করার জন্য ছিলেন দুইজন হুজুর। মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ১০০ জনেরও বেশি।

আল্লাহ তাআলার রহমতে আমরা ৩ টা ৩০ মিনিটের মধ্যেই বায়তুল মোকাররমে পৌঁছে যাই। পৌঁছানোর পর সর্বপ্রথমই আমরা বইমেলায় গিয়ে বই দেখতে থাকি এবং শিক্ষার্থীরাসহ আমরা সকলেই বই কিনে নেই। এরপর আমরা লক্ষ্য করি যে আসরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই আমরা বায়তুল মোকাররম মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য; সুতরাং সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকো না। সূরা আল-জিন,আয়াত-১৮

পর্দা ও শালীনতার পূর্ণ অনুসরণ করে নামাজ আদায় করা হয়। ছেলেরা আলাদা স্থানে এবং মেয়েরা আলাদা স্থানে নামাজ আদায় করে। এই দৃশ্য আমাদের মনে পর্দা ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে পর্দা সম্পর্কে বলেন-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই

সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা আল আহযাব, আয়াত:৫৯

নামাজ শেষে আমরা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করি। সেখানে অসংখ্য মূল্যবান বই ও কিতাব দেখে আমরা বিস্মিত হই। তারপর সেখানে আমরা সকলেই মনযোগ সহকারে বিভিন্ন বই পড়ি। শান্ত পরিবেশে বই পড়ার সেই সময়গুলো আমাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সত্যিই, ইলম অর্জন মানুষকে চিন্তাশীল ও আলোকিত করে তোলে। ইলম নিয়ে বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন-

طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।" সুনানে ইবনে মাজাহ

এরপর আমরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের মিউজিয়াম অংশে প্রবেশ করি। সেখানে গিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কুরআন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুরআনসহ আরও অনেক ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন দেখার সুযোগ পাই। বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে তা আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত করে দেয় এবং ইলমের প্রতি ভালোবাসা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়।

পরবর্তীতে ফেরার পথে আমরা আবার বইমেলায় যাই। পুনরায় সেখানে শিক্ষার্থীরা আগ্রহের সাথে বই দেখে এবং প্রয়োজনীয় বই ক্রয় করে। বই ক্রয়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি— ইলমের পথে বিনিয়োগই হচ্ছে সর্বোত্তম বিনিয়োগ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ভ্রমণ সম্পর্কে বলেছেন-

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

বল, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তারপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত:১১

তাছাড়া সফর বা ভ্রমণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন দেখার মাধ্যম। আর এই নিদর্শন দেখার মাধ্যমে জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পায়। যেমনটি পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য । সূরা আর রূম,আয়াত : ২২

প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" [সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৯৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৪৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২২৫]

এছাড়াও আমেরিকান Mark Twain নামক একজন লেখক বলেছেন যে,

"Fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness."

এর অর্থ হলো: ভ্রমণ সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ আর অজ্ঞতাকে মেরে ফেলে।

সেই সাথে প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও লেখক Sir Francis Bacon বলেছেন-

"Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience."

এর অর্থ হলো: যুবকবস্থায় ভ্রমণ শিক্ষার একটি অংশ, এবং বয়স্ক অবস্থায় তা অভিজ্ঞতার একটি অংশ।

আবার Saint Augustine বলেছেন, "The world is a book, and those who do not travel read only one page."

অর্থ: পৃথিবী একটি বই এবং যারা ভ্রমণ করে না, তারা শুধু একটি পৃষ্ঠা পড়ে।

তারপর সফর চলাকালীন সময় আমাদের জন্য হালকা নাস্তা ও খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়, যা আমাদের মাঝে আনন্দ ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি আরও বাড়িয়ে তোলে।

সন্ধ্যা ৬টায় আমরা বায়তুল মোকাররম থেকে রওনা হই এবং আল্লাহ তাআলার হেফাজতে সন্ধ্যা ৮টার মধ্যেই নিরাপদে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে যাই। যদিও সফরটি সময়ের দিক থেকে সীমিত ছিল, তবে এর শিক্ষা, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা ছিল গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

এই শিক্ষা সফর আমাদের শিখিয়েছে–ইসলামী পর্দা ও শালীনতা সফরের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য, বই ক্রয় ও পাঠ ইলম অর্জনের অন্যতম মাধ্যম, মসজিদ ও নামাজের মর্যাদা, দলগত সফরে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ, ইলম ও ইবাদতের সমন্বয়ই একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত সৌন্দর্য এবং সফরকেও ইবাদতে পরিণত করা। নিঃসন্দেহে এই সফর আমাদের শিক্ষাজীবনের একটি উজ্জ্বল ও অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায় হয়ে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই শিক্ষাসফর কবুল করেন, আমাদের ইলম ও আমলে বরকত দান করেন এবং ভবিষ্যতে আরও এমন পর্দা-সচেতন ও ইলমভিত্তিক সফরের তাওফিক দান করেন। آمين

শিক্ষাসফর ও বনভোজনের পার্থক্য

মো. মহিব্বুল্লাহ, কামিল ১ম পর্ব

শিক্ষা মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।শ্রেণিকক্ষের পাঠের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে শিক্ষাসফর ও বনভোজন শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি আয়োজন। তবে উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও ফলাফলের দিক থেকে এই দুটির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

শিক্ষাসফর মূলত একটি শিক্ষামূলক কার্যক্রম। এর প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া। শ্রেণিকক্ষে যে বিষয়গুলো বইয়ের মাধ্যমে শেখানো হয়, শিক্ষাসফরের মাধ্যমে সেগুলো সরাসরি চোখে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।যেমন–ইতিহাস পড়তে গিয়ে কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করা, ভূগোল শেখার জন্য নদী, পাহাড় বা সমুদ্র দেখা,

কিংবা বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য কোনো গবেষণাগার বা শিল্পকারখানা ভ্রমণ করা। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আরও সুদৃঢ় হয় এবং শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে বনভোজন হলো মূলত বিনোদনমূলক আয়োজন।এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জন ও আনন্দ দেওয়া। দীর্ঘদিন পড়াশোনার চাপে শিক্ষার্থীরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন বনভোজন তাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে।বনভোজনে সাধারণত খোলা জায়গা বা কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে সবাই একত্রে যায়, খেলাধুলা করে, গান গায়, গল্প করে এবং একসঙ্গে খাবার খায়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ ও পারস্পরিক বন্ধন তৈরি হয়।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে শিক্ষাসফর ও বনভোজনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো–শিক্ষাসফরের মূল লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন, আর বনভোজনের প্রধান লক্ষ্য আনন্দ ও বিনোদন।শিক্ষাসফরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক বা গাইডের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখার কাজে অংশ নেয়। সেখানে প্রশ্নোত্তর, নোট নেওয়া ও পর্যবেক্ষণের বিষয় থাকে। কিন্তু বনভোজনে এসব আনুষ্ঠানিকতা থাকে না; সবাই স্বচ্ছন্দে সময় কাটায়।

গুরুত্বের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষাসফর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এটি পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে এবং চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করে।অনেক সময় শিক্ষা সফর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণা দেয়। যেমন–কোনো শিল্পকারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে কেউ প্রকৌশলী হওয়ার আগ্রহ পেতে পারে।অন্যদিকে বনভোজন শিক্ষাগত দিক থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমায় এবং নতুন উদ্যমে পড়াশোনায় ফিরতে সাহায্য করে।

ফলাফলের দিক থেকেও পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষাসফরের ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা পরীক্ষায় ও বাস্তব জীবনে কাজে লাগে।অন্যদিকে বনভোজনের ফলাফল হলো আনন্দ, স্মৃতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া। বনভোজন শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা বাড়ায় এবং দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, শিক্ষাসফর ও বনভোজন–দুটিই শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রয়োজনীয়, তবে উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের দিক থেকে এক নয়।শিক্ষাসফর শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত করে, আর বনভোজন জীবনকে করে আনন্দময়।তাই একটি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আনন্দের পথ, অন্যটি আনন্দের উৎস–এই দুইয়ের সমন্বয়েই শিক্ষার্থীদের জীবন হয় পরিপূর্ণ।

তবে যেহেতু আমরা শিক্ষাসফরের জন্য বের হচ্ছি,তাই আশা করব সকলেই নিয়ম মেনে চলাচল করে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখব।সবার জন্য শুভকামনা

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি জেলা ও দর্শনীয় স্থান সমূহ

মো. আরিফুর রহমান, ইবতেদায়ী শিক্ষক (আরবি)

বাংলাদেশের প্রশাসনিক রাজধানী 'ঢাকা' থেকে বাণিজ্যিক রাজধানী 'চট্টগ্রাম' হয়ে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র নগরী কক্সবাজার পর্যন্ত মহাসড়কটি যেসব জেলার বুক চিড়ে সংযোজিত হয়েছে, সেসব জেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দর্শনীয় স্থানসমূহ তুলে ধরা হলো-

ঢাকা জেলা:

ঢাকা' বাংলাদেশের রাজধানী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। ঢাকা অঞ্চলকে একসময় বঙ্গ, সমতট ও পরে জাহাঙ্গীরনগর বলা হতো। মুঘল আমলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে ঢাকার নামকরণ হয় জাহাঙ্গীরনগর। এই জেলা প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিকতার এক অনন্য সংমিশ্রণ। মুঘল আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব অপরিসীম। ঢাকায় লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, জাতীয় সংসদ ভবন, রমনা পার্ক, বলধা গার্ডেন ও সদরঘাটের মতো ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা:

'নারায়নগঞ্জ' ঢাকা বিভাগের একটি শিল্পসমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিক জেলা। একসময় এটি বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁওয়ের অংশ ছিল। এটি ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প ও নদীবন্দরের জন্য পরিচিত। এই জেলার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, পানাম নগর, হাজিগঞ্জ কেল্লা ও বিভিন্ন নদীতীরবর্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

ফেনী জেলা:

'ফেনী' চট্টগ্রাম বিভাগের একটি শান্ত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ জেলা। এটি মুহুরি ও ফেনী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। ফেনী জেলার প্রাচীন নাম ছিল শ্রীপুর এবং পরবর্তীতে ফেনী নদীর নাম অনুসারে অঞ্চলটি ফেনী নামে পরিচিত হয়। কৃষিনির্ভর এই জেলা তার সরল জীবনধারা ও ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। ফেনী জেলার দর্শনীয় স্থান হিসেবে ফেনী নদীর তীর, মুহুরি নদীর সেতু এলাকা এবং কিছু ঐতিহাসিক দীঘি ও ধর্মীয় স্থাপনা উল্লেখযোগ্য।

কুমিল্লা জেলা :

কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ জেলা। কুমিল্লা জেলার প্রাচীন নাম ছিল সমতট। পরবর্তীতে এটি ত্রিপুরা ও টিপেরা নামেও পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে টিপেরা জেলা নামে পরিচিত থাকলেও পরে কুমিল্লা নাম গ্রহণ করা হয়। এখানে ময়নামতির বৌদ্ধ বিহার ও ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বহন

করে। কুমিল্লা জাদুঘর, কোটবাড়ি এলাকা, ওয়াটার পার্ক, ম্যজিক প্যারাডাইস এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই জেলার দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত।

চট্টগ্রাম জেলা:

চট্টগ্রাম জেলা বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। ইতিহাসে এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল শাত-গাঁও। মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের কাছে এটি Porto Grande বা বড় বন্দর নামে পরিচিত ছিল। আরাকানি শাসনামলে এর নাম ছিল চাটিগাঁও এবং মুঘল আমলে এটি ইসলামী সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ধীরে ধীরে চাটিগাঁও নামটি রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান চট্টগ্রাম নামে পরিচিত হয়। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকেই এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল। পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের মিলনে গঠিত এই জেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এখানে রয়েছে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত, ফয়েজ লেক, চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা, বায়েজিদ বোস্তামির মাজার, কোর্ট বিল্ডিং এলাকা ও কর্ণফুলী নদী, যা ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রাম কেবল বাণিজ্যিক রাজধানীই নয়, বরং এটি সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

কক্সবাজার জেলা :

বাংলাদেশের সর্বাধিক পরিচিত পর্যটন জেলা। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকতের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত। কক্সবাজার জেলার প্রাচীন নাম ছিল পালংকী বা পালংকী বন্দর এলাকা। পরে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের নাম অনুসারে কক্সবাজার নামকরণ হয়। পাহাড়, সমুদ্র ও বনভূমির অপূর্ব সমন্বয় এই জেলাকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, ইনানী সৈকত, টেকনাফ অভয়ারণ্য, দুলাহাজারা সাফারি পার্ক, মেরিন ড্রাইভ ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এই জেলার প্রধান দর্শনীয় স্থান, যা প্রতিবছর অসংখ্য পর্যটককে আকর্ষণ করে।

পরিশেষে বলা যায়, এই জেলাগুলো তাদের প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিচয়কে সমৃদ্ধ করেছে। রাজধানী ও বন্দরনগরী থেকে শুরু করে উপকূল, চর ও পাহাড়ঘেরা অঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটি জেলা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব জেলার সম্মিলিত অবদানেই বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি শক্ত ও বৈচিত্র্যময় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

পড় এবং পড়
যে পড়ে সে বড়

সমুদ্র মহান আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি

মাও. হাফিজুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান

ভূমিকা:

মহাবিশ্বের বিশালত্বের মাঝে সমুদ্র হলো মহান আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে বিস্তৃত এই জলরাশি কেবল প্রাণিজগতের অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখে না, বরং এটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার এক বিশাল দর্পণ। পবিত্র কুরআনের ৩২টি আয়াতে সমুদ্রের কথা এসেছে, যা মানুষকে তার স্রষ্টার পরিচয় জানার পথ দেখায়।

১. সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ ও মানুষের বশ্যতা

আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ একে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। একে 'তাসখীর' বা মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাংস (মাছ) খেতে পার এবং তা থেকে আহরণ করতে পার অলঙ্কার যা তোমরা পরিধান কর।" (সূরা আন-নাহল: ১৪)

২. দুই সমুদ্রের মাঝখানে অদৃশ্য অন্তরায়

আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান আজ যা আবিষ্কার করেছে, কুরআন তা ১৪০০ বছর আগেই ঘোষণা করেছে। দুটি ভিন্ন ঘনত্বের জলরাশি (মিষ্টি ও লোনা) একত্রে মিশলেও তাদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা থাকে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

"তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন যারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু উভয়ের মাঝে রয়েছে এক অন্তরায় যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।" (সূরা আর-রাহমান: ১৯-২০)

৩. গভীর সমুদ্রের অন্ধকার ও অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ

গভীর সমুদ্রের অন্ধকার নিয়ে কুরআনের বর্ণনা বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে দেয়। সেখানে শুধু উপরিভাগেই ঢেউ থাকে না, বরং পানির নিচেও ঢেউয়ের স্তর থাকে যা অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করে।

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

"অথবা (তাদের কর্ম) গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের মতো, যাকে আলোড়িত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ওপরে রয়েছে মেঘপুঞ্জ। এক অন্ধকারের ওপর আর এক অন্ধকার..." (সূরা আন-নূর: ৪০)

৪. আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পথ তৈরি

সমুদ্র আল্লাহর নির্দেশের দাস। হযরত মুসা (আ.)-এর জন্য সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া একটি ঐতিহাসিক মোজেজা, যা আল্লাহর একক আধিপত্যের প্রমাণ।

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

"অতঃপর আমি মুসার প্রতি ওহী পাঠালাম—তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়ের সদৃশ হয়ে গেল।" (সূরা আশ-শুয়ারা: ৬৩)

৫. নৌযান চলাচল: আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন

বিশালকার জাহাজগুলো সাগরে ডুবে না গিয়ে ভেসে চলা আল্লাহর এক বিশেষ রহমত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মের বহিঃপ্রকাশ।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

"সমুদ্রে বিচরণশীল পাহাড়সম জাহাজসমূহ তাঁরই (নিদর্শন)।" (সূরা আর-রাহমান: ২৪)

উপসংহার:

কুরআনের দৃষ্টিতে সমুদ্র কেবল পানি নয়, বরং এটি স্রষ্টার রহস্যময় জগত। সমুদ্রের মাছ, মুক্তা, জাহাজ চলাচল এবং লোনা ও মিষ্টি পানির বিভাজন—সবই মানুষকে এক মহা-পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। তাই সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন তার বিশালতা দেখে, তখন তার হৃদয় যেন অজান্তেই বলে ওঠে— "হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি।"

ইসলামে শিক্ষাসফর

আবু জাফর

ইসলামে শিক্ষাসফর (Sudy Tour) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। ইসলাম কেবল বইভিত্তিক জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বাস্তব শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার মানুষকে ভ্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সংক্ষেপে ইসলামে শিক্ষা সফরের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো-

আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব ও মহিমা উপলব্ধি:

ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। পাহাড়, সমুদ্র ও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞ হতে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, তিনি কীভাবে সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।"-সূরা আন-কাবুত: ২০

জ্ঞান অর্জনের প্রতি ইসলামের উৎসাহ:

ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। শিক্ষাসফরের মাধ্যমে মানুষ বাস্তব জগৎ দেখে, ইতিহাস বোঝে এবং সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করে-যা কুরআনের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"তোমরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ কর না, তাহলে তাদের অন্তর দিয়ে বোঝার ক্ষমতা হতো"- সূরা হজ্ব: ৪৬

ইতিহাস ও পূর্ববর্তী জাতিদের শিক্ষা:

ইসলাম অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলে। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করলে কুরআনের বর্ণনা বাস্তবে উপলব্ধি করা যায়।

"অতঃপর তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করুক এবং দেখুক, পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল।"- সূরা রূম: ৪২

চরিত্র গঠন ও নৈতিক শিক্ষা:

শিক্ষাসফর শিক্ষার্থীদের মধ্যে- শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, ধৈর্য, ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে, যা ইসলামী আখলাকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষাসফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে নেতৃত্ব তৈরি হয় যার মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধন:

একসাথে সফর করলে মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও একে অপরকে সাহায্য করার মানসিকতা তৈরি হয়। সফর একজন মানুষের আসল চরিত্র প্রকাশ করে দেয়, যা সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

নবী সা. ও সাহাবাদের জীবনে সফর:

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন এবং সাহাবারাও ইলম অর্জনের জন্য দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেছেন। হাদিস সংগ্রহের জন্য এক সাহাবার মাসের পর মাস সফর করার ঘটনা বিখ্যাত। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে শিক্ষাসফরে গুরুত্ব অপরসীম।

বাস্তব ও কার্যকর শিক্ষা:

শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়-এটি ইসলামের বাস্তবমুখী শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে ভ্রমণের কোন বিকল্প নেই।

ইসলামে শিক্ষাসফর হলো-জ্ঞান বৃদ্ধি, ঈমান মজবুত করা, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাসফর কেবল বিনোদন নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর পরিচয় জানার একটি মাধ্যম।

সুতরাং, সঠিক নিয়ত ও ইসলামী সীমারেখা মেনে শিক্ষাসফর করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?

সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো
পিঠা উৎসব ২০২৬ খ্রি. ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আফসানা আক্তার, ইবতেদায়ি শিক্ষক

বাংলার ঐতিহ্য ও লোকজ সংস্কৃতি বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যুগ যুগ ধরে শীত মৌসুম এলেই বাংলার ঘরে ঘরে পিঠা তৈরি এবং পিঠা খাওয়ার আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে জাগ্রত রাখা এবং শিক্ষার্থীদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতেই **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায়** এক বৃহৎ পরিসরে **পিঠা উৎসব ২০২৬** আয়োজন করা হয়। এই উৎসব শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও অতিথিদের মিলনমেলায় পরিনত হয়। পিঠা উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় **(১৫ই মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ)** ২৯ শে জানুয়ারী ২০২৬ রোজ বৃহস্পতিবার মাদরাসার মহিলা শাখার হল রুমে। উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার সম্মানিত সভাপতি এডভোকেট মো. মাইন উদ্দিন মিয়া, সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ। বিদ্যোৎসাহী সদস্য এডভোকেট কবির হোসেন ও গভর্নিং বডির অন্যান্য সদস্যগণ। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেণ। অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১১.০০ ঘটিকায়, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা অজিউল হক।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নাতে রাসূল সা. পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পিঠা উৎসবে শিক্ষার্থীরা ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণিভিত্তিক একাধিক স্টল স্থাপনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত স্টল সংখ্যা ছিল ৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অতিথিদের হাত ধোয়ার জন্য দূরদর্শী চিন্তা নিয়ে একটি বিশেষ স্টলের ব্যবস্থা করেছিল। শিক্ষার্থীরা নিজের হাতে পিঠা তৈরি, স্টল সাজানো এবং পিঠা বিক্রির দায়িত্ব পালন করে। এর ফলে তারা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতা শেখার সুযোগ পায়। পরবর্তীতে অতিথিগণ ও অধ্যক্ষ স্টলগুলো পরিদর্শন করেন। পিঠার স্বাদ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও পিঠা উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেমন পিঠা তৈরির প্রতিযোগিতা, সেরা স্টল সাজানো, পরিচ্ছন্ন স্টল নির্বাচন যা সম্পাদন করেন অত্র মাদরাসার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মেহেদী হাসান সরকার, মুহাম্মাদ ফেরদাউস, কামরুল হাসান ও আবু জাফর। অনুষ্ঠানের সমাপনি পর্বে বক্তব্য রাখেন মুফতি জাহাঙ্গীর আলম তিনি শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য প্রশংসা করেন। প্রতিটি স্টলে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আদলে নান্দনিকভাবে

সাজানো হয়। রঙিন কাপড়, মাটির হাড়ি, বাঁশ, কলাপাতা দিয়ে স্টলগুলো সাজানো অবস্থায় গ্রাম্য পরিবেশ ধারণ করে সম্পূর্ণ মাদরাসা প্রাঙ্গন। প্রতিটি স্টলে ছিল বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সব ধরণের পিঠাপুলি। তবে নবম শ্রেণির স্টলে ছিল সবচেয়ে বেশি পদের **পিঠা ৩৭ ধরণের**। ৫ম শ্রেণির **৪ ধরণের**, ৬ষ্ঠ শ্রেণির **১৫ ধরণের**, ৭ম শ্রেণির **১৬ ধরণের** ও ৮ম শ্রেণির **১৪ ধরণের**। নানারকম পিঠা দিয়ে তাদের স্টল সাজায়। স্টলগুলোতে প্রায় সব ধরণের পিঠা ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পিঠা ছিল ভাঁপা, চিতই, দুধ চিতই, দুধ পুলি, ঝাল পুলি, ভাজা পুলি, বিবিখানা, দৌল্লা, নকশি, পায়েস, ডাবের পুডিং, ডিম পিঠা, পোয়া, চুষি, ম্যারা, পাটিসাপটা, রসগোল্লা, খেজুর, গুরের পিঠা, পাকন, নারিকেল পিঠা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে মহিলা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রেনু আক্তার তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এরপর মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসেন সম্মানিত সভাপতি এডভোকেট মো. মাইন উদ্দিন মিয়া।

তার মূল্যবান বক্তব্যে তিনি অধ্যক্ষ, শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য। তিনি ছাত্রীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, সর্বদা নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুসরণ করতে। তারা যেন আধুনিকতায় বিলীন হয়ে না যায়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, তিনি খুব আশ্চার্যান্বিত যে এত এত ছোট ছোট মেয়েরা এত সুন্দর পিঠা তৈরি করে এনেছে। পরিশেষে তিনি আবারও ধন্যবাদ দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সবশেষে বিচারক মন্ডলির প্রস্তুতকৃত ফলাফল যোষণা করেন অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ। **ফলাফলে ১ম স্থান অর্জন করে স্টল-১** নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, **যৌথভাবে ২য় স্থান অর্জন করে** ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা **৩য় স্থান অর্জন করে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা**। পরবর্তীতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সম্মানিত সভাপতি ও অধ্যক্ষ। বিজয়ীদের কাছ থেকে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করার পর পিঠা উৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সার্বিকভাবে পিঠা উৎসবটি ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল আনন্দমুখর ও সফল। এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তব ও কার্যকর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ বক্তব্য নিয়ে আসেন **অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ**, প্রথমেই তিনি শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের ধন্যবাদ দেন। পরবর্তীতে তিনি এই পিঠা উৎসব আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, ছাত্রীদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়াই ছিল এই পিঠা উৎসবের মূল উদ্দেশ্য তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন যে, আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। এই দিকে তিনি ছাত্রীদের মনোনিবেশ করতে বলেন। তিনি উপদেশ দিয়ে আরো বলেন, ছাত্রীরা যেন ফাস্টফুডের দিকে ঝুঁকে না পরে এবং ফাস্টফুডের ক্ষতিকর দিক শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেন ৪র্থ শ্রেণির ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের তাদের বিশেষ স্টলের জন্য। উৎসবটি স্মরনীয় ও প্রশংসনীয় আয়োজন হিসেবে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২৬

হা. মো. গোলাম কিবরিয়া, ল্যাব সহকারী

প্রতি বছরের ন্যায় **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায়** ২০২৬ইং সনে ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় শিশু শ্রেণি থেকে কামিল শ্রেণি, শিক্ষক-কর্মচারী, গভার্নিংবডি ও অভিভাবকগণ অত্যন্ত আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার সহসভাপতি, গভার্নিং বডির সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্মানিত সভাপতি ও অধ্যক্ষ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ভাগে ভিবক্ত হয়। শিশু ও প্রথম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি থেকে কামিল শ্রেণি, বালিকা শাখা, দাখিল পরীক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবক, গভর্নিংবডি।

২০/০১/২০২৬ইং তারিখ প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা শুরু হয় উক্ত খেলায় 'ক' গ্রুপ থেকে 'ঝ' গ্রুপ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু খেলা যেমন, মোরগ লড়াই, দীর্ঘ লাফ, বেলুন ফাটানি, অংক দৌড় ইত্যাদি খেলা অনুষ্ঠিত হয়, প্রতিযোগিরা খেলায় অংশগ্রহন করে অত্যন্ত বীরদর্পে লড়াই করে ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অর্জন করে। **২১/০১/২০২৬ইং তারিখ দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলা শুরু হয়।** উক্ত খেলায় উল্লেখযোগ্য খেলা যেমন, হাড়ি ভাঙ্গা, গোলক নিক্ষেপ, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, দীর্ঘ লাফ, উঠা-বসা, পাখি উড়ে হাতি উড়ে, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় সকল গ্রুপসহ গভর্নিংবডি, শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবক সকলেই সকলের সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে নিজেকে বিজয়ী হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য আপ্রানচেষ্টা চালিয়ে ১ম, ২য়, ৩য় ও যৌথ স্থান লাভ করে।

২২/০১/২০২৬ইং তারিখ ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার বালক-বালিকা উভয় শাখার হল কক্ষে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আলহাজ্ব আব্দুল হালিম ভূইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মো: শাহীন খন্দকার ও মো: জাকির হোসেন ভূইয়। সভাপতিত্ব করে এডভোকেট মাইন উদ্দিন মিয়া। অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, গভার্ণিংবডির সদস্যসহ শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, নাতে রাসুল (স.) ও অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ মহোদয়ের উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বক্তব্য শেষ করেন। বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া আহ্বায়ক জনাব মুফতি জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন বাংলাদেশ

স্বাধীনদেশ এ দেশের কিছু উল্লেখযোগ্য দিন যেমন, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর আমরা যেভাবে লালন করি তেমনিভাবে জুলাই বিপ্লবকেও সেভাবে লালন করব। এ বিষয়ে তরুণদেরকে উদ্বোদ্ধ করেন এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তব্য রাখেন গভর্নিংবডির সদস্য মুফতি আনোয়ার হোসেন ভূইয়া। তিনি শিষ্টাচার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে অত্র প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ায় নিজেকে গর্বিতবোধ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

বক্তব্য পেশ করেন বিশেষ অতিথি মো: জাকির হোসেন ভূইয়া। তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং শরীরচর্চার বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সর্বশেষ সভাপতি এডভোকেট মাইন উদ্দিন মিয়া অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাফল্য অর্জন, মাদরাসার ফলাফল কার্ড ডিজিটালাইজ করার ক্ষেত্রে অবদান ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অতপর সভাপতি, অধ্যক্ষ, মেহমান, গভর্নিং বডির সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দ ২০২৬ ইং সনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী বিজয়ীদের হাতে অত্যন্ত আনন্দের সাথে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করেন।

সকলেই পুরস্কার হাতে পেয়ে আনন্দিত হয় এভাবেই ২০২৬ ইং সনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উৎসব মুখোর অবস্থায় সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

তরুণ মেধার বিকাশে
আল-বেরুনী বিজ্ঞান মেলা ২০২৫: একটি প্রতিবেদন

জান্নাতুল ফেরদাউস সাকিবা, দাখিল দশম শ্রেণি, রোল নং ০১

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার মহিলা শাখার হল মিলনায়তনে গত তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খি. তারিখ অনুষ্ঠিত হয় আল বেরুনী বিজ্ঞান মেলা-২০২৫। ১৩টি স্টল নিয়ে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলার বিভিন্ন উপস্থাপন ছিল নিম্নরূপ।

স্টল নং : ০১, শ্রেণি : ৮ম, প্রজেক্টের নাম : "DNA মডেল", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী : ইসরাত, জান্নাত, আরিফা ও মাদিহা। এই প্রজেক্ট তৈরির উদ্দেশ্য হলো সকলের সামনে কোষের অভ্যন্তরে থাকা DNA কিরূপ, কি কাজ করে সে বিষয়গুলো উপস্থান করা।

স্টল নং : ০২, শ্রেণি : ৭ম (বালক), প্রজেক্টের নাম : "পানি বিশুদ্ধকরণ": এই প্রজেক্টের মাধ্যমে ময়লা বা আবর্জনা মিশ্রিত পানি কিভাবে পরিস্কার ও ব্যবহারযোগ্য করা যায় সেই পদ্ধতিকে উপস্থাপন করা।

স্টল নং : ০৩, শ্রেণি : ৭ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "সৌরজগতের মডেল", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী : নূরমনি, খাদিজা, সায়মা, আনফা, আয়শা ও মানফা। এই প্রজেক্ট তৈরির মাধ্যমে সূর্যকে কিভাবে কেন্দ্র করে সৌরজগতের গ্রহগুলো তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরছে, তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্টল নং : ০৪, শ্রেণি : ৬ষ্ঠ (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "আগ্নেয়গিরি", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী : শাম্মী, কাশফি, নাবিলা, মিমহা ও ঐশী। এই প্রজেক্ট তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে ভূগর্ভস্থ ফুঁরে পাহাড় বা টিলা দিয়ে লাভা বের হয় এবং এর উপকারিতা ও অপকারিতা বিশ্লেষণ করেছে।

স্টল নং : ০৫, শ্রেণি : ৫ম, প্রজেক্টের নাম : "পানিচক্র", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী : বাপ্পি, শাওন, বায়েজিদ ও জিতু। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে পানি চক্রাকারে কিভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্টল নং : ০৬, শ্রেণি : ৭ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "স্মার্টসিটি", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী: হাজেরা, তাসফিয়া, মারিয়া, আয়েশা ও জান্নাত। এই প্রজেক্টটি দ্বারা প্রযুক্তি ও পরিবেশকে একসাথে করা সম্ভব। আধুনিক যুগের পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে।

স্টল নং : ০৭, শ্রেণি: ৯ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "বজ্রপাত প্রতিরোধক", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী: সাকিবা, হাসিবা, ফারহানা, তুবা, জোয়া, আয়শা ও হাফসা। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কিভাবে একটি প্রতিরোধক দন্ডের মাধ্যমে বজ্রপাতে সৃষ্ঠ ভোল্টেজ মাটিতে প্রবাহিত করার মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ইলেক্ট্রিকাল আসবাবপত্র, দালান, গাছপালা ইত্যাদিকে রক্ষা করা যায়।

স্টল নং : ০৮, শ্রেণি: ৫ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "পানি বিশুদ্ধকরণ": দূষিত পানিকে কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার যোগ্য করা যায়, সেই প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্টল নং : ০৯, শ্রেণি: ৪র্থ, প্রজেক্টের নাম : "রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পদার্থ শনাক্তকরণ": এ প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা দেখিয়েছে বিভিন্ন পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন পদার্থ তৈরি করে।

স্টল নং: ১০, শ্রেণি: ৯ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "ভিডিও এডিটিং", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী: সুমাইয়া, ফারিয়া, ইশামনি ও হাবিবা। ভিডিও এডিটিং এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তারা উপস্থাপন করেছে।

স্টল নং: ১১, শ্রেণি: ৭ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "পানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন", অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী: রাবেয়া, নাদিয়া, ফাতেমা ও তাবাসসুম। এই প্রজেক্টটি দ্বারা একটি টারবাইনে পানি প্রবাহিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করেছে।
স্টল নং: ১২, শ্রেণি: ৮ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "মিসাইল", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী: ফাতেমা, লামিয়া, সামিয়া, তামান্না ও ওফিয়া। এ মিসাইল তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করেছে যে, বাংলাদেশসহ নানা দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে এই মিসাইল অত্যাধিক প্রয়োজনীয়।
স্টল নং: ১৩, শ্রেণি: ১০ম (বালিকা), প্রজেক্টের নাম : "পরিবেশ দূষণ", অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী: খাদিজা, তাসমিয়া, বিলকিছ, নুহা ও ফারিয়া। এ প্রজেক্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ দূষনের কারণ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ করেছে।

অভিব্যক্তি:

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা কর্তৃক আয়োজিত (আল বিরুনী বিজ্ঞানমেলা-২০২৫) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলো মোট ১৩টি স্টল। জাজেজ প্যানেলের জাজমেন্টে ৩টি স্টল ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করেছে ।

১ম স্থান ---------- স্টল নং : ০৭
২য় স্থান---------- স্টল নং : ১৩
৩য় স্থান ---------- : স্টল নং : ১১

সর্বোপরি, এই বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রকল্প তৈরি করে তাদের নিজস্ব প্রতিভার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য স্টলগুলোর নতুন নতুন প্রকল্প দেখে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছে। বিজ্ঞানমেলার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও শৃংখলা, শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা মনোমুগ্ধ কর ছিল।

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

শেকড়ের শক্তিতে বিশ্বমঞ্চেঃ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সাফল্য

তামিম আল মামুন, কামিল ১ম পর্ব

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাদ্রাসা শিক্ষা। দীর্ঘকাল ধরে এই শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামের মহান দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (র.) শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন— "Knowledge without action is insanity, and action without knowledge is vanity" (আমলহীন জ্ঞান হলো উন্মাদনা, আর জ্ঞানহীন আমল হলো পণ্ডশ্রম)। এই চিরন্তন দর্শনকে ধারণ করেই বর্তমান সময়ের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা তাদের শেকড়ের শক্তি বজায় রেখে বিশ্বমঞ্চে মেধার স্বাক্ষর রাখছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য :

মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, বরং জ্ঞানকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োগ করা। এটি শিক্ষার্থীর চরিত্র ও সমাজসেবার প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে তোলে। জ্ঞানের এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা আল-জুমার: ৯)

ইবনে খালদুনের দর্শনঃ

"সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও পতন সম্পূর্ণভাবে মানুষের সহমর্মিতা, ঐক্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।"অর্থাৎ, একটি সমাজ তার শিক্ষিত, নৈতিক ও যোগ্য নাগরিকদের মাধ্যমে উন্নতি করে, আর অনৈতিকতা ও অজ্ঞানতার কারণে পতিত হয়।

মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাসঃ

"উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে শিক্ষার মূল ধারাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করেছে, যা আজও দেশ ও ধর্মের মুল্যবোধ রক্ষায় অবদান রাখছে।"

জাতীয় শিক্ষার সাফল্যঃ

"বিগত বছরে জাতীয় দাখিল পরীক্ষায় ৬৮.৯% এবং আলিম পরীক্ষায় ৭৫.৬১% পাস রেট প্রমাণ করে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও দেশের শিক্ষার মান বজায় রেখে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছে।"

গত কয়েক বছরের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মেধার জোয়ার এসেছে। ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটে প্রথম স্থান অধিকারী সাখাওয়াত জাকারিয়া (দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা) এবং 'ঘ' ইউনিটে বিজ্ঞান-মানবিক বিভাগে প্রথম হওয়া রাফিদ সাফওয়ান (দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা) মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে আসা। ২১-২২ সেশনের মারিয়া তাঞ্জিম মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান, রাতুল মুন্সি, সাবের মাহমুদসহ অনেক শিক্ষার্থী বুটেক্স, নিটো এবং সরকারি সাত কলেজের ভর্তি পরীক্ষায়ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা প্রথম স্থান দখল করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, সুযোগ ও সমান অধিকার পেলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যে কোনো স্কুল বা কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে সমানে লড়তে সক্ষম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞান অন্বেষণকারীদের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেনঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯

আন্তর্জাতিক সাফল্য ও অংশীদারিত্বঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আজ কেবল দেশের অভ্যন্তরে নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অভাবনীয় সাফল্য দেখাচ্ছে।

বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষা: অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড ও ক্যামব্রিজের মতো বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি ও উচ্চতর গবেষণা করছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: কাতার, দুবাই ও সৌদি আরবে আয়োজিত আন্তর্জাতিক হিফজ ও কিরাত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা প্রথম স্থান অর্জন করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা (হিকমাহ) দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, তাকে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে।" সূরা আল-বাকারা: ২৬৯

গবেষণা ও প্রকাশনাঃ

তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও জর্ডানের আন্তর্জাতিক সেমিনারগুলোতে আধুনিক সমস্যার ইসলামি সমাধান নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষিত তরুণ গবেষকদের গবেষণাপত্রগুলো উচ্চ প্রশংসা পাচ্ছে।

উপমহাদেশের মাদ্রাসার ভূমিকাঃ

"উপমহাদেশের মাদ্রাসাগুলো শুধু ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না, বরং তারা গণিত, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে। যারা বার্ট্রান্ড রাসেল, সক্রেটিস বা মিশেল ফুকোর দর্শন পড়ে

সবকিছু জানেন বলে মনে করেন, তারা ইবনে খালদুন, জাবের ইবনে হাইয়ান, আলরাজি, ইবনে সিনা, আল্লামা ইকবাল প্রমুখের রচনাপত্র অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবেন, জ্ঞানের বিশাল সাম্রাজ্য সীমাহীন।

ধর্ম, নৈতিকতা ও জ্ঞানের সমন্বয় :

মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষত্ব হলো শিক্ষার্থীকে একই সাথে ধর্ম, জ্ঞান ও নৈতিকতার পাঠ দেওয়া। এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি একজন শিক্ষার্থীকে কর্মজীবনে দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন থাকতে শেখায়। তাদের এই নৈতিক পরিচয় তাদের সমসাময়িক সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীদের তুলনায় স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী করে তুলেছে।

জাতীয় ও অর্থনৈতিক অবদানঃ

বিসিএস-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশাসন, শিক্ষা ও পুলিশ ক্যাডারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া আরবি ভাষায় দক্ষতার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে মানবসম্পদ রপ্তানি ও কূটনৈতিক যোগাযোগে তারা বিশেষ অবদান রাখছে।

মাদ্রাসায় ছাত্র–শিক্ষকের সম্পর্কঃ

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ছাত্র–শিক্ষকের গভীর মানবিক ও আত্মিক সম্পর্ক। এখানে শিক্ষা কেবল পাঠ্যজ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আদব, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমে মানুষ গড়ার এক চিরন্তন প্রক্রিয়া।

প্রিয় নবী (সা.) এর নির্দেশ হলোঃ

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ

"তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞানের জন্য গাম্ভীর্য ও বিনয় শেখো। আর যার কাছ থেকে তোমরা জ্ঞান অর্জন করো, তাকে সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করো।" তাবারানি

"আমি আমার শিক্ষককে একটি হরফ শেখানোর বিনিময়ে নিজের উপর কর্তৃত্বের অধিকার দেই।"— হযরত আলি (রা.)

"মাদ্রাসায় ছাত্র–শিক্ষকের সম্পর্ক চিরকাল পিতা–পুত্রের মতো; শিক্ষক এখানে চরিত্র গঠনের অভিভাবক।"— আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দিক, মা. জি. আ.

উপসংহার : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আজ প্রমাণ করেছে যে তারা কোনো অবহেলার পাত্র নয়, বরং দেশের আগামীর যোগ্য কর্ণধার। একটি বিশাল মেধাবী জনগোষ্ঠীকে অবহেলায় রেখে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বা 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাদের মেধা ও সাফল্যের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এখন সময়ের দাবি।

With strong roots and modern knowledge, madrasa students are emerging as key architects of the nation's future.

শেকড়ের শক্তি আর আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে এই শিক্ষার্থীরাই একদিন বিশ্বজয় করবে—এ বিশ্বাস এখন সুদৃঢ়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়— জ্ঞানচর্চার এক অগ্রসর অভিযাত্রা

মোঃ নোমান, শিক্ষার্থী কামিল ২য় পর্ব

প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানঃ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেশের জনপদের সবচেয়ে বড় সাইজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি, এবং শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার উত্তর দিকে হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর এলাকায় বনভূমি ও পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি প্রায় ২,৩০০ একর বিস্তৃত এবং সবুজ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের কারণে এটি অনেকেই "প্রকৃতির সাথে সরল একাডেমিক ঠিকানা" নামে অভিহিত করেন।

শিক্ষা ও একাডেমিক কাঠামোঃ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক পরিবেশ বিদ্যমান।

সবচেয়ে অনন্য একটি ব্যবস্থা হলো শাটল ট্রেন, যা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে সুবিধা দেয়।

অনুষদ ও বিভাগসমূহ :

চবি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৯টি অনুষদ (Faculties) আছে, এবং এর আওতায় রয়েছে ৫০-এরও বেশি শিক্ষা বিভাগ এবং কিছু ইনস্টিটিউট ও গবেষণা কেন্দ্র।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৯টি অনুষদ রয়েছে। এসব অনুষদের অধীনে রয়েছে ৫০টিরও বেশি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট।

প্রধান অনুষদসমূহঃ কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ,ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ,আইন অনুষদ, প্রকৌশল অনুষদ,জীববিজ্ঞান অনুষদ, মেরিন সায়েন্স ও ফিশারিজ অনুষদ, শিক্ষা অনুষদ, প্রতিটি অনুষদের অধীনে অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।

ছাত্র সংখ্যাঃ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২৬,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা :

এখানে প্রায় ১,০০০ জন শিক্ষক এবং ২,০০০-এর বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

শিক্ষকগণ দেশ-বিদেশে শিক্ষিত ও গবেষণায় অভিজ্ঞ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আবাসিক হল ও হলজীবন :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একাধিক আবাসিক হল রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য হলসমূহ: শহীদ আবদুর রব হল, শাহ আমানত হল, শাহজালাল হল প্রীতিলতা হল, শামসুন নাহার হল, হলজীবন শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সামাজিক দক্ষতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শাটল ট্রেন ও যাতায়াত ব্যবস্থা :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো শাটল ট্রেন সার্ভিস। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত যাতায়াতে প্রতিদিন হাজারো শিক্ষার্থী এই ট্রেন ব্যবহার করে। এটি চবি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া বাস, সিএনজি ও রিকশার সুবিধাও রয়েছে।

ক্যাম্পাস জীবন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

চবি ক্যাম্পাস জীবন অত্যন্ত প্রাণবন্ত। সাংস্কৃতিক সংগঠন বিতর্ক, নাটক, সঙ্গীত ও আবৃত্তি চর্চা খেলাধুলা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন

এখানকার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভূমিকা :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভাষা আন্দোলনের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, এই বিশ্ববিদ্যালয় বহু গুণী শিক্ষক, গবেষক, প্রশাসক ও দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ও স্বীকৃতি:

টাইমস হায়ার এডুকেশন (THE) ২০২৬ অর্জন র‍্যাংকিং অনুসারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ আন্তর্জাতিকভাবে ৬০১–৮০০ তম স্থান অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশে যৌথভাবে ২য় এবং চট্টগ্রামে প্রথম। LIFE সায়েন্স ও ফিজিক্যাল সায়েন্স শাখাগুলোও ৮০১–১০০০ তম অবস্থানে আছে।

টাইমস ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাংকিং ২০২৫-এ বিশ্বে ৩০১তম স্থান পেয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

টাইমস হায়ার এডুকেশন ইমপ্যাক্ট র‍্যাংকিং ২০২৪-এ বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয়, বিশ্বের তালিকায় প্রায় ১০০১ তম স্থানে অবস্থান করেছে।

উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Notable Alumni):

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের ও দেশের বিভিন্ন খাতে নেতৃত্ব দিয়েছে। এর মধ্যে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুস অন্যতম, যিনি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইতে অনিসুল হাক (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র), সরেন্দ্র কুমার সিনহা (বাংলাদেশের যথেষ্ট আলোচিত ২১তম Chief

Justice), ফজলে কবির (বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর) এবং জুনায়েদ আহমেদ পালক (রাষ্ট্রমন্ত্রী, আইসিটি) ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্ব রয়েছেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রাক্তনরা যেমন শাহাবুদ্দিন নাগরী (কবি ও সাহিত্যিক), মাসুম আজিজ (বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা) প্রভৃতি সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের পরিচিতি তৈরি করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বের শীর্ষে থাকে উপাচার্য এবং তার নিচে উপ-উপাচার্য (একাডেমিক ও প্রশাসনিক) সহ বিভিন্ন দপ্তর ও পরিচালনা কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা হলো সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক নীতি-পরিকল্পনা নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদগুলোর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান, কলা, আইন, বাণিজ্য, সামাজিক বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার ও গবেষণা সুবিধা :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি হলো ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যেখানে ৪০০,০০০+ গ্রন্থ, জার্নাল, সংবাদপত্র, মানচিত্র ও গবেষণা উপকরণ সংরক্ষিত আছে। এতে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক রিডিং রুম, গবেষণা কক্ষ এবং কম্পিউটার-ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। "গ্রন্থাগার ভবনে ২৪টি গবেষণা কক্ষ এবং দৈনিক সংবাদপত্র পড়ার জায়গাসহ রেফারেন্স, জার্নাল ও বিরল বই সংগ্রহের বিভাগ রয়েছে।

আইসিটি ও ডিজিটাল সুবিধা :

বিশ্ববিদ্যালয় আইসিটি সেল এবং ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষা, লাইব্রেরি ডাটাবেস, ই-মেইল সেবা ও অনলাইন নোটিফিকেশন সিস্টেম প্রদান করে। বর্তমানে আইসিটি সেলে বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা এবং শূন্যপদ পূরণের নিবন্ধন চলছে।

ছাত্রকল্যাণ ও বৃত্তি :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ছাত্রকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেমন আবাসিক হল সুযোগ, বৃত্তি, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং মনোবল উন্নতিমূলক কার্যক্রম।

ছাত্রদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তি ব্যবস্থা ছাড়াও মেধা ও আর্থিক ভিত্তিতে বিভিন্ন অন্যায় বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ক্যারিয়ার ও কর্মসংস্থান :

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, যার ফলে গ্র্যাজুয়েটরা বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।

চবি থেকে পড়াশোনা করা অনেক শিক্ষার্থী তথ্যপ্রযুক্তি, প্রশাসন, গবেষণা ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা খাতে কর্মসংস্থান বা উচ্চতর পড়াশোনায় সফল হয়েছেন।

পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন ভূমিকা :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতির মাঝে গড়ে ওঠা ক্যাম্পাস ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক ইমপ্যাক্ট র‍্যাংকিংয়ে এর টেকসই উন্নয়নের কার্যক্রমও প্রতিফলিত হয়েছে।

নারী শিক্ষা ও অংশগ্রহণ :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমবর্ধমান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য ড. শিরীন আখতার, যে শিক্ষা ও নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হলো গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার তৈরি না হওয়া, যার কারণেই আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ স্থান অর্জনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং বাড়াতে গবেষণা প্রকাশনা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

English Reading for Pleasure Contest – 2025

সিদরাতুল মুনতাহা, ইবতেদায়ি ৫ম শ্রেণি

০৮ ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং সোমবার সকাল ১১.৩০ মিনিটে ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার ইবতেদায়ী ভবন, রুম নং ৩০১-এ অনুষ্ঠিত হয় English Reading for Pleasure Contest–2025। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মাদরাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ জনাব অজিউল হক, এছাড়াও অতিথি ছিলেন জনাব সাইদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন জনাব হাফিজুর রহমান। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন জনাব ফাতেমা খানম, জনাব কামরুল হাসান ও জনাব নাহিদ হাসান। আয়োজক হিসেবে ছিলেন মো: আরিফুর রহমান ও মো: মিরাজ।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেছে আব্দুল্লাহ নূর, আবু সুফিয়ান, মিরাজুল ইসলাম এবং নাত পরিবেশন করেন নুসরাত ও তাহমিনা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলো-তাহমিনা আক্তার, আবু সুফিয়ান, জান্নাতুল মাওয়া, আব্দুল্লাহ নূর, নুসরাত জাহান, মো: মুসা, নওরিন আহমেদ, তালিব

মাহমুদ, আয়শা, জুবায়ের, সায়বা, আলফাজ আহমেদ, সুমাইয়া, মো: নোমান, আফিফ, বাইজিদ ও মুনতাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থাপক জনাব হাফিজুর রহমান স্যার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম একে একে ডাকেন। সামনের টেবিলে কিছু টোকেন, রাখা ছিল। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সেই টোকেন অনুযায়ী পৃষ্ঠা নং খুলে তারপর সেই প্রষ্ঠার লেখা থেকে তারা ইংরেজি রিডিং পড়ে শোনায়। প্রত্যেকের রিডিং পড়া শেষে, শুরু হয় ফলাফল ঘোষনা। সম্মানীত অধ্যক্ষ আমাদের ফলাফল ঘোষনা করেন।

স্থান	নাম	শ্রেণি	রোল	প্রাপ্ত নম্বর
প্রথম	মুনতাহা	৫ম	৩৮	৫২
দ্বিতীয়	আব্দুল্লাহ নূর	৫ম	০১	৫০
তৃতীয়	তাহমিনা	৫ম	০২	৪৯

আজকের এই অর্জন আমার জন্য ভীষণ আনন্দের। আমি যখন মঞ্চে এসেছিলাম তখন খুব নার্ভাস ছিলাম, কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে আত্মবিশ্বাস পেলাম। আমার শিক্ষকদের দোয়ায় আমাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। আমি ভবিষ্যতে ইংরেজি শেখায় আরও দক্ষ হতে চাই।

মাদরাসা সংবাদ

লাইলাতুল মিরাজ সম্পর্কে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/০১/২০২৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় পবিত্র **'লাইলাতুল মিরাজ'** সম্পর্কে ৩টি পর্যায়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। **ইবতেদায়ি ভবনের অনুষ্ঠান পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন,** জনাব হাফিজুর রহমান, আরিফুর রহমান, আব্দুল আলী ও মো. গোলাম কিবরিয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির সকল ছাত্রী উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। কুরআন তিলাওয়াত করে ৩য় শ্রেণির ছাত্রী হাফসা আক্তার। নাতে রাসুল (স.) পরিবেশন করে ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী জান্নাত নুর। অতপর জনাব আরিফুর রহমান আল্লাহর দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের ভূমিকাসহ সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ (স.) এর ভূমিকা ও মিরাজের কিছু আলোচনা করেন। পরবর্তীতে জনাব হাফিজুর রহমান মিরাজে নবিজীর গমনের তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তারপর মো. গোলাম কিবরিয়া মিরাজ সম্পর্কিত সূরা বানি ইসরাইল এর ১নং আয়াতটি ছাত্রীদের মাশ্‌ক করান। আর জনাব আব্দুল আলী হুজুরের সমাপনি আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

মাদরাসা জামে মসজিদে বালকদের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন, জনাব ওয়ালিউল্লাহ মারুফ, আ. হ. ম. নুরুল্লাহ হুজুর ও নাহিদ হাসান। সেখানে বক্তব্য রাখেন জনাব ওয়ালিউল্লাহ মারুফ। তিনি মিরাজের ঘটনা থেকে জাহান্নামে কী কী শাস্তি দেয়া হচ্ছিল সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পাশাপাশি মিরাজ সম্পর্কিত সূরা বানিইসরাইল এর ১নং আয়াতটি ছাত্রদের মাশ্ক করান এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।
প্রশাসনিক ভবনে বালিকাদের নিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, জনাব বোরহান উদ্দিন, জাকিয়া আক্তার ও মানসুরা রহমান। জনাব বোরহান উদ্দিন মিরাজের ঘটনার উৎপত্তি থেকে শুরু করে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তারপর জনাব মানসুরা রহমান মিরাজে উর্ধ্বলোকে গমনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং মিরাজ সম্পর্কিত সূরা বানিইসরাইল এর ১নং আয়াতটি ছাত্রীদের মাশ্ক করান। উপরোক্ত দুইজন বক্তার বক্তব্যের আলোকে জনাব জাকিয়া আক্তার কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সেখানে সকলেই আনন্দের সাথে অংশ গ্রহন করে **১ম স্থান** অর্জন করে হাজেরা আক্তার ৭ম শ্রেণি, **২য় স্থান** অর্জন করে জান্নাতুল ফেরদাউস সাকিবা ১০ম শ্রেণি ও **৩য় স্থান** অর্জন করে সিদরাতুল মুনতাহা ৬ষ্ঠ শ্রেণি। সর্বশেষ জনাব বোরহান উদ্দিন হুজুরের সমাপনি বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়। এভাবে ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ২০২৬ইং সনের **'লাইলাতুল মিরাজ'** সম্পর্কিত অনুষ্ঠান শেষ হয়। আলহামদুলিল্লাহ। **হা. মো. গোলাম কিবরিয়া, ল্যাব সহকারী**

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম (IIUC): উচ্চশিক্ষায় এক আলোকবর্তিকা

মো. বায়েজিদ, দাখিল দশম শ্রেণি

সূচনা:
নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পবিত্র ভূমি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম (IIUC) বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মানচিত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৯৫ সালে 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ট্রাস্ট'-এর হাত ধরে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি আজ তার শিক্ষার গুণগত মান, গবেষণা এবং নৈতিক কাঠামোর জন্য দেশে ও বিদেশে সমাদৃত। পাহাড় আর সবুজে ঘেরা এর স্থায়ী ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের জন্য এক শান্ত ও জ্ঞানমুখী পরিবেশ নিশ্চিত করে।

একাডেমিক সমৃদ্ধি ও অনুষদসমূহ:
IIUC-তে আধুনিক বিশ্বের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ছয়টি অনুষদের অধীনে বহুবিধ বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ: এর অধীনে কম্পিউটার সায়েন্স (CSE), ইলেকট্রিক্যাল (EEE) এবং ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন (ETE) বিভাগগুলো আন্তর্জাতিক

মানসম্পন্ন। উল্লেখ্য যে, এই বিভাগগুলো আইইবি (IEB) এর BAETE দ্বারা স্বীকৃত, যা গ্র্যাজুয়েটদের পেশাদার জীবনে বাড়তি সুবিধা প্রদান করে।

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ: দক্ষ করপোরেট লিডার তৈরির লক্ষ্যে বিবিএ ও এমবিএ প্রোগ্রামগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: ফার্মাসি বিভাগটি তার অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি এবং মানসম্মত শিক্ষার জন্য পরিচিত।

আইন অনুষদ: সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এখানকার এলএলবি (LL.B) ও এলএলএম (LL.M) কোর্স পরিচালিত হয়।

কলা ও মানবিক এবং শরীয়াহ অনুষদ: ভাষা শিক্ষা এবং নৈতিক জ্ঞান বিকাশে এই অনুষদগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

গবেষণা ও উদ্ভাবন:

কেবল শ্রেণিকক্ষেই এই বিশ্ববিদ্যালয় সীমাবদ্ধ নয়। এখানে নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন উদ্ভাবনী কাজে যুক্ত থাকছেন, যা দেশের প্রযুক্তি ও জ্ঞানখাতে অবদান রাখছে।

আধুনিক অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা:

গ্রন্থাগার: প্রায় সত্তর হাজারেরও বেশি বই এবং ই-রিসোর্সে সমৃদ্ধ এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটি এই অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম একাডেমিক লাইব্রেরি।

আবাসিক হল: দূর-দূরান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা বিশাল ও নিরাপদ আবাসিক হল রয়েছে।

পরিবহন ব্যবস্থা: শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুট থেকে যাতায়াতের জন্য বিশাল বাস বহর রয়েছে।

মসজিদ: ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় মসজিদটি স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন, যা শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি জোগায়।

সহ-শিক্ষা ও মূল্যবোধ:

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ নাগরিক তৈরির পাশাপাশি IIUC শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন ক্লাব যেমন— ডিবেটিং সোসাইটি, কম্পিউটার ক্লাব, আইইইই (IEEE) স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের সুযোগ পায়।

উপসংহার:

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই "Quality Education with Morality" স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে IIUC এগিয়ে চলেছে। প্রায় ৩০ বছরের পথচলায় হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট আজ দেশে ও বিদেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে আসীন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করছেন। মানসম্মত শিক্ষা, সুশৃঙ্খল পরিবেশ এবং নৈতিক শিক্ষার এক অপূর্ব মেলবন্ধন হিসেবে IIUC আগামী দিনেও তার এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬

শিক্ষার আলোয় এক ধাপ এগিয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হওয়ার অনুভূতি

জান্নাতুল ফেরদাউস সাকিবা, শ্রেণি দশম, রোল নং ০১

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে ০৮-০১-২০২৬ তারিখে সারা বাংলাদেশের ন্যায় নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসব মুখর পরিবেশে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। এ আয়োজনে ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষার্থী বা শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয় এছাড়াও আরো অন্যান্য সৃজনশীলতার ভিত্তিতে ও বিজয়ী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয় যেমন কোরআন তেলাওয়াত, হামদ, নাত, রচনা, নিত্য, বক্তৃতা ইত্যাদি। শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ফলাফল, নিয়মানুবর্তিতা, উপস্থিতি, নৈতিক চরিত্র, সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিবেচনায় নিয়ে বিচারক মন্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । আনন্দের বিষয় হলো আমি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা উভয় পর্যায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সম্মান অর্জন করি। এই সাফল্য আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এই অর্জনের পেছনে অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, জনাব সাইদুল ইসলাম ও আমার শ্রেণি শিক্ষক নাজমা সুলতানা ম্যামের অবধান অনিস্বীকার্য। এছাড়াও অধ্যায়ন শিক্ষকদের নির্দেশনা ও অভিভাবকের দোয়া ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

আমার অনুভূতিঃ

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। নিজের পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাওয়া আমাকে ভীষণ আনন্দিত করেছে , পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য আরও দায়িত্বশীল করেছে। এই সম্মান আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে এবং শিক্ষা ও নৈতিকতার পথে অবিচল থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়া আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ সাফল্য আমাকে বিভাগ পর্যায়ে ও ভবিষ্যতে আরো উচ্চতার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। আল্লাহর সহায় শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা ও নিজের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমি ভবিষ্যতে আরো ভালো ফলাফল অর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ।

শিক্ষাসফরে আমরা যারা মুসাফির

০১	**এডভোকেট মো. মাইন উদ্দিন** পদবী: সভাপতি, অত্র মাদরাসা ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৮১৯৮৭৮৪৬৬	০২	**মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ** পদবী: অধ্যক্ষ পূর্বক্সনগর,সারুলিয়া,ডেমরা,ঢাকা মোবাইল: ০১৭১২২৬৩৬৬৭
০৩	**মো: নবী হোসেন কাজী** পদবী: অভিভাবক সদস্য ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭৩০৯৬৬১৮৫	০৪	**মাও. মো : অজিউল হক** পদবী: উপাধ্যক্ষ মিজমিজি, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৯২৪৫০৩৯৪০
০৫	**মাও. মো : আব্দুর রশিদ** পদবী: সহ. অধ্যাপক (আরবি) ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৮১৪৮৪২৯৩৬	০৬	**মাও. মো : হারুনুর রশিদ** পদবী: সহ. অধ্যাপক (আরবি) নাথের পেটুয়া, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা মোবাইল: ০১৯১১১৪৩৯৬২
০৭	**মোহাম্মদ শাহ আলম** পদবী: প্রভাষক (রসায়ন) নোয়াগাঁও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা মোবাইল: ০১৭১৮৫২২৬৬৬	০৮	**মাও. ওয়ালী উল্লাহ মারুফ** পদবী: প্রভাষক (আরবি) ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭২৪৫৭৮৩১০
০৯	**সাইফুল ইসলাম হাওলাদার** পদবী: সহকারী মৌলবী (আরবি) ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৬৭৬০৮৮১৯১	১০	**সাইদুল ইসলাম** পদবী: সহকারী মৌলবী (আরবি) পশ্চিম মাসদাইর, এনায়েতনগর, সদর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৯৭৭৭৯৭৩৬০
১১	**মো. সাখাওয়াত হোসেন খাঁন** পদবী : সহকারী শিক্ষক পাইশানা, নাগরপুর,টাঙ্গাইল। মোবাইল: ০১৭১৫৭৬০৬৫৪	১২	**মোহাম্মদ কামরুল হাসান** পদবী: সহকারী শিক্ষক (বাংলা) । পূর্ব-আন্দুয়া, ভিকাখালী, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী। মোবাইল: ০১৬৭৫৯০৬৪৫৪
১৩	**মোঃ নাহিদ হাসান** পদবী: সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) ডগাইড়, ডেমরা, ঢাকা মোবাইল: ০১৭৯০৪৯১১৯৫	১৪	**মোঃ হাফিজুর রহমান** পদবী: ইবতেদায়ী প্রধান মৌচাক, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭২২৬৯৭০৭২

১৫	**মোঃ আরিফুর রহমান** পদবী: ইবি মৌলবী। মৌচাক, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৮৮২১৭৫০৭০	১৬	**মুহা : আনোয়ার হোসেন** পদবী : অফিস সহকারী ভূইঘর পশ্চিমপাড়া নারায়ানগঞ্জ। মোবাইল : ০১৬৭৬০৮৮১৯১
১৭	**মো: আবু জাফর** পদবী: কম্পিউটার অপারেটর ঠিকানা: বাউফল, পটুয়াখালী মোবাইল : ০১৭৩৪৭৮৭৫৯৮	১৮	**হা. মো. শামসুল আলম** পদবী: অফিস সহকারী ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭৯৮৮২৫৪২৪
১৯	**মো. রুবেল** পদবী: ল্যাব অপারেটর (ICT) বাউফল, পটুয়াখালী মোবাইল : ০১৯২১৫০৫৮৫২	২০	**আব্দুল কাদের** পদবী: এমএলএসএস ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৩১৪০৮৬২৬৯
২১	**মো: সাল্লাহ উদ্দিন মোল্লা** পদবী: অভিভাবক ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৯১৫৭৪৮৭০৭	২২	**১০ম- রায়হানের ভাই** পদবী: অভিভাবক ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:
২৩	**৯ম- ওমর বিন খালেদের বাবা** পদবী: অভিভাবক ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:	২৪	**মোঃ মুহিবুল্লাহ** শ্রেণি: কামিল ২য় বর্ষ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৮৫২০৩৮৬৫১
২৫	**মো: ইসমাইল হোসাইন** শ্রেণি: কামিল ২য় বর্ষ ঠিকানা: পরমতলা, কুমিল্লা মোবাইল: ০১৮৭৬৬৩৬৮৬৫	২৬	**মো: তামিম আল মামুন** শ্রেণি: ফাজিল ৩য় বর্ষ ঠিকানা: নয়ানীলক্ষীপুর, চাঁদপুর। মোবাইল: ০১৮৯০২৯০১৬৬
২৭	**মো: নোমান** শ্রেণি: কামিল ২য় বর্ষ বলতলা, কাঠালিয়া, ঝালকাঠী। মোবাইল: ০১৭১৫৫৬৩৩৫১	২৮	**মোঃ বায়েজিদ** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-৩১ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৮৬৩৬৪৬৮৩৫
২৯	**মোঃ মিরাজুল ইসলাম** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-০৬ ঠিকানা: দেলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল: ০১৭১৬৩৬৪৮৪০	৩০	**মোঃ সিফাত** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-১২ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল: ০১৬৪২৬০৮৫৪১

৩১	**মোঃ ইসতিয়াক** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-১৬ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল: ০১৮১৮৩১৭৮৭২	৩২	**মোঃ সাফওয়ান** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-২৯ ঠিকানা: মিজমিজি, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল: ০১৩০৮২০৪৫৫০৪
৩৩	**হিশাম মোল্লা** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল- ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল: ০১৬২৭৫০৯৩৯৪	৩৪	**মোঃ মহিউদ্দিন** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-২৫ ঠিকানা: চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল: ০১৬২৯৫৯৫০৪০
৩৫	**মোঃ সাজিদ** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-১৪ ঠিকানা: কেরানীগঞ্জ, ঢাকা মোবাইল: ০১৯১৫৮৫৬৩০১	৩৬	**মোঃ রায়হান ইসলাম** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-২১ ঠিকানা: ডেমরা, ঢাকা মোবাইল:০১৬০৮৩৭৮২১৪
৩৭	**মোঃ সালমান** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল-২২ ঠিকানা: ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:	৩৮	**তাসফিউল** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল- নোয়াগাঁও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা মোবাইল: ০১৭১৮৫২২৬৬৬
৩৯	**মোহাম্মদ আবির** শ্রেণিঃ ১০ম, রোল- ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:	৪০	**কাজী আব্দুল হাকিম** শ্রেণিঃ ৪র্থ, রোল-১৮ ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭৩০৯৬৬১৮৫
৪১	**মোঃ আরিফিন সিদ্দিক** শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ, রোল-১৭ ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:০১৯১৭৯৪৮৬৮৩	৪২	**মোঃ সাদিক মোল্লা** শ্রেণিঃ ৭ম, রোল-২১ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৯১৫৭৪৮৭০৭
৪৩	**মোঃ আব্দুল কাদের** শ্রেণিঃ ৭ম, রোল-৩১ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:০১৯১৭৯৪৮৬৮৩	৪৪	**মোঃ তৌহিদুল ইসলাম** শ্রেণিঃ ৮ম, রোল- ১৪ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:
৪৫	**ওমর বিন খালেদ** শ্রেণিঃ ৯ম, রোল-০৩ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:	৪৬	**মোঃ ফাহিম ভূইয়া** শ্রেণিঃ ৯ম, রোল-১৭ ঠিকানা: ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল:০১৬৩১৫১৩০৩৮

বাসের আসন বিন্যাস

দল সুপার ঃ মো: অজিউল হক
সহকারী ঃ সাইদুল ইসলাম
সহকারী ঃ মো: আনোয়ার হোসেন
সহকারী ঃ মো: আবু জাফর

ক্রম	নাম	পদবি	ভূইঘর হতে কক্সবাজার	কক্সবাজার হতে চট্টগ্রাম
০১	এডভোকেট মাইন উদ্দিন	সভাপতি	A4	A4
০২	মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ	অধ্যক্ষ	A3	A3
০৩	মো. অজিউল হক	উপাধ্যক্ষ	A1	A1
০৪	নবী হোসেন কাজী	অভিভাবক সদস্য	B2	B2
০৫	মো. আব্দুর রশীদ	সহকারী অধ্যাপক	C4	C4
০৬	মো. হারুনুর রশীদ	সহকারী অধ্যাপক	C3	C3
০৭	মো. শাহ আলম	সহকারী অধ্যাপক	C1	C1
০৮	ওয়ালী উল্লাহ মারুফ	প্রভাষক (আরবি)	F3	F2
০৯	মো. সাইফুল ইসলাম হাও.	সহ. মৌলবী (আরবি)	G3	F3
১০	সাইদুল ইসলাম	সহ. মৌলবী (আরবি)	D4	D4
১১	আবদুল মন্নান খান	সহ. শিক্ষক (স.বি.)	A2	A2
১২	মো.সাখাওয়াত হোসেন খান	সহ. শিক্ষক (কৃষি)	C4	C3
১৩	মোহাম্মদ কামরুল হাসান	সহ. শিক্ষক (বাংলা)	D3	D3
১৪	মো. নাহিদ হাসান	সহ. শিক্ষক (ইংরেজি)	F4	E1
১৫	মো. হাফিজুর রহমান	ইবি প্রধান	E3	E3
১৬	মো. আরিফুর রহমান	জুনি. শিক্ষক (আরবি)	E4	E3
১৭	মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	অফিস সহকারী	D1	D1
১৮	মো. আবু জাফর	কম্পি.অপারেটর	D2	D2
১৯	হা. মো. শামসুল আলম	অফিস সহকারী	E2	G4
২০	মো. রুবেল	ল্যাব অপারেটর (I CT)	E1	G3
২১	মো. আব্দুল কাদির	এমএলএসএস	G1	G1
২২	ওমর বিন খালেদের বাবা	অভিভাবক	H4	H2
২৩	সাল্লাহ উদ্দিন মোল্লা	অভিভাবক	B3	B3
২৪	রায়হানের ভাই	অভিভাবক	I 2	H4

ক্রম	নাম	পদবি	ভূইঘর হতে কক্সবাজার	কক্সবাজার হতে চট্টগ্রাম
২৫	মো. ইসমাইল হোসাইন	কামিল ২য়	H1	J1
২৬	মো. নোমান	কামিল ২য়	F1	F1
২৭	মো. মুহিবুল্লাহ	কামিল ১ম		
২৮	মো. তামিম আল মামুন	কামিল ১ম	F2	F2
২৯	মো. সাজিদ হোসেন	দাখিল পরীক্ষার্থী	I 3	K3
৩০	মো. রায়হান	দাখিল পরীক্ষার্থী	I 1	H3
৩১	মো. মহিউদ্দিন	দাখিল পরীক্ষার্থী	H2	J2
৩২	মো. তাসফিউল	দাখিল পরীক্ষার্থী	C2	C2
৩৩	মো. বায়েজিদ	১০ম	I 4	K2
৩৪	মো. মিরাজ	১০ম	J1	J3
৩৫	হিশাম মোল্লা	১০ম	K1	I 1
৩৬	মো. আবির	১০ম	J4	K4
৩৭	মো. ইসতিয়াক	১০ম	J2	J4
৩৮	মো. সিফাত	১০ম	J3	K5
৩৯	মো. সাফওয়ান	১০ম	K2	I 2
৪০	মো. সালমান	১০ম	K3	I 3
৪১	মো. ফাহিম ভূঁইয়া	৯ম	K4	I 4
৪২	ওমর বিন খালেদ	৯ম	H3	A1
৪৩	মো. তৌহিদুল ইসলাম	৮ম	K5	K3
৪৪	মো. সাদিক মোল্লা	৭ম	B4	B4
৪৫	মো. আব্দুল কাদের	৭ম	K3	G2
৪৬	মো. আরিফিন সিদ্দিক	৬ষ্ঠ	G2	K1
৪৭	কাজী আব্দুল হাকিম	৪র্থ	B1	B1

শৃঙ্খলাই জীবন

বাসের সীট নির্দেশনা

DOOR
ENGINE
DRIVER
A-1
A-2
A-3
A-4
B-1
B-2
B-3
B-4
C-1
C-2
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
D-4
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
F-3
F-4
G-1
G-2
G-3
G-4
H-1
H-2
H-3
H-4
I-1
I-2
I-3
I-4
J-1
J-2
J-3
J-4
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5